

<

শহর ও জেলার খবর

দন্ডি কাণ্ডের জের, অপসারিত দক্ষিণ দিনাজপুরে মহিলা তৃণমূল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি— উত্তরবঙ্গের দণ্ডি বিতর্কের জের। সরানো হল দক্ষিণ দিনাজপুরে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ্তা চক্রবর্তীকে। দায়িত্ব পালেন স্নেহলতা হেমব্রম। শোনা যাচ্ছে, গোটা ঘটনায় প্রবল ক্ষুব্ধ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। ঘটনার সুত্রপাত গত বৃহস্পতিবার রাতে। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তপন বিধানসভা জেডপি-১২ মণ্ডলের গোফানগরে কয়েকজন মহিলা বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই তৃণমূলের ছিলেন বলে দাবি করে বিজেপির। সেই ঘটনার চরিত্রশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই তপনের জেডপি-১২ মণ্ড লের গোফানগর থেকে গত শুক্রবার বালুরঘাট শহরে

আসেন বিজেপিতে যোগদানকারীরা। তারা বেশ কিছুটা রাস্তা দণ্ডি কেটে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে আসেন। সেখানে জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ্তা চক্রবর্তীর হাত থেকে ফের তৃণমূলের পতাকা তুলে নেন। দণ্ডি কাটার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে সমালোচনার ঝড়। তবে গোটা বিষয়টা মোটেও ভালভাবে নেননি তৃণমূলের শীর্ষনেতারা। সেই কারণেই তিড়িঘড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ্তা চক্রবর্তীকে সরানোর সিদ্ধান্ত বলেই খবর। তবে এ বিষয়ে এখনও প্রদীপ্তাদেবীর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এদিকে চার

আদিবাসী মহিলাকে দণ্ডি কাটানোর ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার বালুরঘাট-সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৯টি থানায় ধরনা ও বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। তাঁদের অভিযোগ, গোটা ঘটনায় পুলিশের দ্বারস্থ হওয়া সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য রয়েছে।

আদিবাসী মহিলাদের দিয়ে রাতের অন্ধকারে দণ্ডি কাটানোর ঘটনা কখনই বরাদ্দত্ব করবে না আদিবাসী সমাজ। সাংবাদিক বৈঠকে জানানেন বিজেপির এসটি মোচার রাজা সভাপতি জুয়েল মুর্মু। এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত পূরদীপ্তা চক্রবর্তীকে গ্রেফতারের দাবিতে আজ দক্ষিণ দিনাজপুরের সমস্ত থানা ঘেরাও করা

হবে। সোমবার রাজাজুড়ে সমস্ত থানাতে আদিবাসী মোর্চা বিক্ষোভ অভিযান করবে। ওই একই দিনে অর্থাৎ ১০ এপ্রিল দুপুরে দক্ষিণ দিনাজপুরে উপস্থিত থাকবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। যাদের উপস্থিতিতে প্রথমে বালুরঘাটের হিলি মোড় থেকে একটি মিছিল জেলাশাসকের দপ্তর পর্যন্ত আসবে, তারপর সেখানে একটি সভাও করবেন বিজেপির ওই দুই নেতা। পঞ্চায়েত বাউরি আগে জেলার আদিবাসীদের কাছে নিজেদের সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করতে একাধিক রাজনৈতিক কার্যক্রমও নিতে যাচ্ছে বিজেপি। পঞ্চায়েত

নির্বাচনের আগে আদিবাসী মহিলাদের দণ্ডি বিতর্ককে হাতিয়ার করে আন্দোলন জোড়াল করছে বিজেপি দল। আগামী ১০ এপ্রিল রাজাজুড়ে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করলেন সাংগঠনের এসটি মোর্চার রাজ্য সভাপতি জুয়েল মুর্মু। বালুরঘাটে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন, ১০ তারিখ বালুরঘাটে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষের উপস্থিতিতে জোড়ালো আন্দোলন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। রাজাজুড়ে প্রতিটি থানাতে ধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচি করবে বিজেপির এসটি মোর্চা।

আইএসএফ ও বিজেপি বাংলায় বিভাজনের রাজনীতি করছে : মন্ত্রী রথীন ঘোষ



প্রশান্ত দাস
বারাসাত, ৯ এপ্রিল— মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কথায় রাজ্যের বিরোধী দল কংগ্রেস, সিপিএম ও বিজেপি একজেট হয়েছে। বাস্তবের ঘটনা তারই প্রমাণই দিচ্ছে। একদিকে আইএসএফের মত সাম্প্রদায়িক দল অন্যদিকে বিজেপির মত উগ্র সম্প্রদায়িক দল এই দুয়ে মিলে বাংলায় বিভাজনের রাজনীতি তৈরি করছে। রবিবার বারাসাত পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলার শিল্পী দাসের উদ্যোগে হওয়া এক রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে এনএই মন্তব্য করলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। একই সঙ্গে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়েও বিরোধীদের কটাক্ষ করেন তিনি। রথীন ঘোষ বলেন, বিজেপি পঞ্চায়েত নির্বাচনে আগে ৬৩ হাজার বুথে প্রার্থী দিকা তারপর বাকিটা দেখা যাবে। রিষরা যাওয়ার পথে ফ্যান্ট ফাইন্ডিং কমিটিকে আটকে দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এটা প্রশাসনিক ব্যাপার। ওখানে ১৪৪ ধারা জারি আছে। তাই ওখানে কি হয়েছে বলতে পারব না তবে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত যা আছে তা মানতে হবে।

প্রসঙ্গত বিজেপি নেতা রাজু বন্দোপাধ্যায় সম্প্রতি বলেছেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা হেঁটে ভোট লুট করতে এসে তাদের কাঁধে করে ফেরানো হবে। এই প্রসঙ্গেই এদিন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। তাই ভোট লুটের কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিরোধী দলনেতা ও ভেদব্দু অধিকারী প্রায় বলে থাকেন মমতা বন্দোপাধ্যায়কে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করে ছাড়বেন। এই প্রসঙ্গে এদিন রথীন ঘোষ বলেন, উনি চিঠিতে মুখ দেখানোর জন্য এবং খবরের শিরোনামে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের কথা বলে থাকেন। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দেখা যাবে কে ক্ষমতায় থাকে আর কে প্রাক্তন হয়। এদিন রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখার্জী, পৌর পারিষদ সৌমেন আচার্য, অরুন ভৌমিক, চম্পক দাস, কাউন্সিলার মিলন সর্গার, সমীর তালুকদার, মধ্যমগ্রাম পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের সভাপতি মনিমুন্নাথ চক্রবর্তী সহ বিপশিষ্টজনেরা।

নরেন্দ্রপুরে পুলিশ পরিচয়ে গৃহবধূকে অপহরণ সুপারি কিলার নিয়োগ করে, আটক শাশুড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ৯ এপ্রিল— নরেন্দ্রপুরের কাদার হাট অঞ্চলের গৃহবধূকে পুলিশ পরিচয় দিয়ে একদল দুকুতী তুলে নিয়ে যায়। বারুইপুর অঞ্চলের একটি বাড়িতে শিশু কন্যা সহ আটকে রাখে। দুদিন পরে গৃহবধূ সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নরেন্দ্রপুর থানায় শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। জিজ্ঞাসাবাদ এর জন্য বধুর শাশুড়িকে আটক করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এ বিষয়ে অপহৃত গৃহবধূ নিজেকে মুক্ত করার পর সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন, ২০১৫ সালে তাঁর বিয়ে হয়। বাড়ির বড় হিসেবে তাঁকে শ্বশুর বাড়ির লোকজন এর পছন্দ ছিল না। শিশু কন্যা হবার পরও অশান্তি চলছিল। প্রাস হল স্বামীর হৃদিশ নেই। গৃহবধূ মনে করছেন তাঁর স্বামীকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁকে নেশার জিনিস দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়। সম্পত্তির লোভে এসব করছেন নন্দ নন্দলাই। গৃহবধূ আরো জানান, গত মঙ্গলবার রাত নটা সাড়ে নটা নাগাদ চার পাঁচ জন পুলিশ পরিচয় দিয়ে বাড়িতে আসেন। দরজা খুলতে বলেন। বধু দরজা খুললে

তাঁরা জানান, বারুইপুর এস পি অফিস থেকে এসেছেন। বারুইপুর যেতে হবে। গৃহবধূ শিশু কন্যাকে নিয়েই গাড়িতে ওঠেন পুলিশ ভাবা দুকুতীদের সাথে। পথে যেতে সন্দেহ হলে বধু জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা থাকা। দুকুতীদল নাকি জানায়, দুলাখ টাকা দেওয়া হয়েছে তোমাকে তুলে আনার জন্য। তোমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন সুপারি দিয়েছে। এরপর বারুইপুরে একটি বাড়িতে আটকে রাখে গৃহবধূকে। গৃহবধুর কাছে মোবাইল ছিল। তাঁকে মারধর করে তাঁর গায়ের সোনার জিনিস খুলে নিয়ে মেরে ফেলার হুমকি দিলে, দুদিন চুপচাপ থাকার পর একটি সুযোগ পেলে পরিচিত একজনকে ফোন করে। সে এলে বৃহস্পতিবার ভোর চারটে নাগাদ মেয়েকে নিয়েই দুকুতীদলের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে আসে। তারপর নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গৃহবধুর কথা কতটা ঠিক, তিনি মানসিক ভাবে সুস্থ কিনা খতিয়ে দেখছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। শোঁজ চলছে শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় স্বজনদের। ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে বারুইপুর পুলিশ জেলার শীর্ষ আধিকারিকণ।



আসছে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০। বড়বাড়ারে হালখাতা বিক্রির প্রস্তুতি। —দিলীপ দত্ত

সোদপুরে দুই বাংলার চিত্রশিল্পীদের প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক অঙ্কন প্রতিযোগিতা সার্থক

নিজস্ব প্রতিনিধি— ভারত ও বাংলাদেশের শিক্ষার্থী চিত্রশিল্পীদের দুই বাংলার নববর্ষের ভাব বিনিময়ের কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশের যশোরে ও ঢাকায় এবং ভারতবর্ষের আগরপাড়ায় তিন দিনব্যাপী রইট আন্তর্জাতিক অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই দেশে মিলে প্রায় পাঁচশত প্রতিযোগী তিনটে বিভাগে অংশগ্রহণ করেছিল। এই প্রতিযোগিতার সকলের জন্য একটি বিষয় ছিল বাংলার নববর্ষ। গত ৭ এপ্রিল যশোরে বিহঙ্গললিভ কলা একাডেমীর প্রশিক্ষক কৃষ্ণিবাস হালদার, ঢাকাতে চারুপুথি অঙ্কন ও হস্তশিল্প কেন্দ্রের প্রশিক্ষক এহসান প্রতীক এবং ভারতে পশ্চিমবঙ্গের আগরপাড়ায় চারুচন্দ্র আর্ট সেন্টার অংকন ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান দীপঙ্কর সমাদ্দার জানানেন, আজকের প্রজন্মের বাচ্চারা খুব সহজেই হ্যাপি নিউ ইয়ার নিয়ে উৎসাহে মেতে থাকে কিন্তু বাঙালির নিচের সংস্কৃতি পেলো বৈশাখ অর্থাৎ শুভ নববর্ষ নিজেকে নিয়ে অতটা চিন্তিত নয়। ধীরে ধীরে বাংলার সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে এই কথা

মাথায় রেখে দুই দেশের তিনজন চিত্রশিল্পী একসাথে মিলে একই বিষয়ের ওপরে আন্তর্জাতিক অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করল। এবং এই অভিনব অংকন প্রতিযোগিতায় অভূতপূর্ব সারা তারা পেয়েছেন, নির্দিষ্ট জায়গার কথা মাথায় রেখে বহু প্রতিযোগীকে তারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দিতে পারেন নি বলে দু'খ প্রকাশ করেছেন। প্রতিযোগিতায় কেনারকম প্রবেশ মূল্য ছিল না। উদ্যোক্তারা জানানেন, ‘বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় একটি নির্দিষ্ট প্রবেশ মূল্য সংস্থা করে দেয় কিন্তু সমস্ত প্রতিযোগীরা যাতে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য রাখেনি’। সবথেকে বড় কথা এপার বাংলা ও ওপার বাংলার দুজন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী মোঃ রবিউল ইসলাম ও সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় এর মত শিল্পীরা এই প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রতিযোগীদের সমস্ত ছবি ওপার বাংলার চিত্রশিল্পী বিচার করবেন এবং বাংলাদেশের

সমস্ত ছবি ভারতের চিত্রশিল্পী বিচার করবেন। এই আন্তর্জাতিক অংকন প্রতিযোগিতায় দুই বাংলার শিক্ষার্থীর চিত্রশিল্পীদের পারস্পরিক চিন্তাধারা ভাব বিনিময় হবে এটাই সবথেকে উল্লেখযোগ্য। ভারতের প্রতিযোগীদের জন্য স্মারক প্রদান করেছেন কুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটির পক্ষে মোহা জসিমউদ্দীন উপহার ও কাগজ সহযোগী ছিল পালো, ফুড পার্টনার গোপাল সুইটস। অনেকে অভিভাবকরা জানানেন একই দিনে তাদের কলকাতার বড় বড় প্রতিযোগিতায় নাম লেখানো থাকা সত্ত্বেও তারা যখন এই প্রতিযোগিতার খবর পেয়েছেন সগৌরবে এই প্রতিযোগিতায় বাচ্চাদের অংশগ্রহণ করিয়েছেন। অভিভাবকরা এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং প্রত্যেকে প্রশংসা করেছেন। ৯ এপ্রিল ভারতের চারুচন্দ্র আর্ট সেন্টারে যে সমস্ত প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করল তাদের প্রত্যেক অভিভাবক ও অভিভাবী কারের প্রশংসা করলেন আর্ট সেন্টারের সম্পাদিকা রুমা সমাদ্দার।

স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কের সন্দেহ শিশুপুত্রকে খুন করে মায়ের আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা

খায়রুল আনাম
তার নাম রাখা হয় সুরজিৎ। প্রতিদিনের মতো শনিবার ৮ এপ্রিল সকালে সোনাই কাজে বেরিয়ে যাওয়ার সময় স্ত্রী সুখদি তাঁকে কাজে যেতে নিষেধ করলে, এনিয়ে সকালই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা বাধে। তারই মধ্যে সোনাই কাজে বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যা প্রায় সাতটা পর্যন্ত সোনাই না ফেরায়, সুখদি শিশুপুত্রকে নিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে, ভিতর থেকে দরজায় শিটকিনি তুলে দরজা বন্ধ করে দেয় এবং শিশুপুত্র সুরজিতের গলা টিপে তাকে খুন করে, নিজেও গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন। সেই সময় স্বামী-স্ত্রীর এই অশান্তির জেরেই প্রাণ গেল এই সম্পর্কের মাত্র আঠারো দিনের শিশুপুত্র সুরজিৎ টুডুর।

ওই গ্রাম সূত্রে এবং প্রতিবেশী সুখী টুডুর কাছ থেকে জানা গিয়েছে যে, সোনাই টুট পেশায় রাজমিস্ত্রী হওয়ায় সারাদিনই কর্মসূত্রে বাড়ির বাইরে থাকেন। তাঁর সাথে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে আদিবাসী রমণীও থাকেন। আর এনিয়েই সুখদি স্বামীর অন্য রমণীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করায়, তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রতিদিন অশান্তি লেগেই থাকতো। এরই মধ্যে মাত্র আঠারো দিন আগে সুখদি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়।

শুধু রক্তদানই নয়, অন্য আরও একটি মহৎ কর্মকাণ্ডের সাক্ষী থাকল কলকাতা পুরসভার ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বালক সংঘের উদ্যোগে হওয়া রক্তদান শিবিরের মঞ্চ। রক্তদান উৎসবের পাশাপাশি একজন কলকাতার পাশাপাশি রোগীর চিকিৎসার জন্য

তাঁর হাতি তুলে দেওয়া হল ১০ হাজার টাকা। এদিনের এই মহৎ কর্মযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুরের বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার, কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ মতিালি বন্য়ার্জি, দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক নিশীথ চক্রবর্তী, তৃণমূল নেতা শঙ্কর পাল,

৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুৱ সভাপতি দীপায়ন ঘোষ প্রমূখ। অপরদিকে, রাহুল দে নামে স্থানীয় এক যুবক, যিনি ডায়ালিসিস রোগী। তাঁর চিকিৎসার জন্য শঙ্কর পাল তাঁর হাতে তুলে দেন ১০ হাজার টাকা। এই মহৎ কর্মযজ্ঞকে কুর্নিশ জানিয়েছেন সকলে।

গাড়ি খাদে পড়ে ২ নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় গাড়ি খাদে পড়ে মৃত্যু দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ২ নির্মাণ শ্রমিকের। ঘটনার এক সপ্তাহ বলে দুই পরিবারকে সমবেদনা জানালো বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতি। মৃতদের নাম বাসুদেব মণ্ডল ও যুগল পাহান। বাসুদেবের বাড়ি বালুরঘাট থানার বোয়ালপার গ্রাম

পঞ্চায়েতের দুর্লভপুরে। যুগলের বাড়ি পতিরাম থানার কামালপুরের খটখটা এলাকায়। এদিন বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্পনা কিঙ্কু ২ পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাদের সমবেদনা জানিয়েছেন। পাশাপাশি ফলমূল সহ কিছু সাহায্য সামগ্রী তুলে দিয়েছেন তিনি।

পিংলা ব্লকের নাড়াখা গ্রামে চন্ডী মন্দিরে পুজো দিয়ে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি শুরু করেন রাজ্যের মন্ত্রী ডাক্তার মানস ভূঁইয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯ এপ্রিল— সবং বিধান সভার অন্তর্গত পিংলা ব্লকের জলচক এক নম্বর অঞ্চলে রবিবার দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি শুরু করেন নাড়াখা গ্রামের চন্ডিমন্দিরে পুজো দিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী ডাক্তার মানস ভূঁইয়া। সেখান থেকে তিনি বাগানবাড়ি হাইস্কুলে গিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীদের কথা বলেন এবং তাঁদের অভাব অভিযোগ শুনেন, তাদের অভাব অভিযোগগুলি তিনি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। সেখান থেকে কর্মীদের সঙ্গে ওই গ্রামে তিনি মধ্যাহ্নভোজন করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে কর্মচারী ও পঞ্চায়েত সদস্য ও সদস্যদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। তাদের অভাব অভিযোগ শুনেন এবং সমস্যাগুলির সমাধানের আশ্বাস দেন। সেখান থেকে একটি সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি বিজেপি, সিপিএম দলের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি বলেন বিজেপি উন্নয়ন না করে শুধুমাত্র বিভাজনের রাজনীতি করে, যারা মানুষের ১০০ দিনের কাজের টাকা দেয় না, আবাস প্রাসসের টাকা বন্ধ রেখেছেন, শুধুমাত্র মমতা বন্য়ার্জির বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে বাংলাতে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্য়ার্জি তীব্র আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেছে। এলাকায় জলবরস্তু মিছিল মিটিং করতে হবে, গরিব মানুষের ১০০ দিনের টাকা না দিলে বিজেপি নেতারা এলে ধরুন আর জিজ্ঞাসা করুন কেন বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বাংলায় যে সমস্ত বিজেপি নেতারা আছেন তারা বালো বিরোধী তারা কেন্দ্রের মতো বাঙালি বিরোধী তাদেরকে চিহ্নিত করুন। অবিলম্বে পাড়ায় পাড়ায় নিজেদের সংগঠিত করুন, আরো জবরদস্ত মিছিল করতে হবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে কেন্দ্রের এই দু মুখে রাজনীতি। তারপর তিনি মালিগেড়িয়ায় একটি কর্মী সভায় অংশগ্রহণ করেন, সেখানে কর্মীদের সাথে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। রবিবার দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে রাজ্যের মন্ত্রী ডোক্তার মানস ভূঁইয়া সঙ্গে ছিলেন পিংলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেক সবেরতি, সবং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেক আবু কালাম বক্স, প্রাক্তন জেলা পরিষদের সদস্য বিকাশ ভূঁইয়া, পূর্ত কর্মক্ষমক চন্ডি সামন্ত, কর্মক্ষমক তরুণ মিশ্র, অঞ্চল প্রধান তাপস জানা সহ দলের নেতা ও কর্মীরা।

খবরের সাত সতেরো

খেমামুন্লিতে অবরোধে সামান্য রেহাই, ট্রেন নিয়ে চলছে বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ৯ এপ্রিল— কুর্মি সম্প্রদায়ের তপশিলি উপজাতিভূক্ত হওয়ার দাবি নিয়ে লড়াইয়ে সামিল হয়েছিল কুর্মি সমাজ বেং আদিবাসী কুর্মি সমাজ। পূর্বলিয়ার কুস্তাউরে আদিবাসী কুর্মি সমাজের নেতা অজিত মাহাত আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা বললে কুর্মি সমাজ পশ্চিম মেদিনীপুরের খেমামুন্লিতে তাদের লড়াইয়ের পথ থেকে সরে আসেনি।

রবিবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে কুর্মি সমাজের রাজা সভাপতি রাজেশ মাহাত জানান, তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করছেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে তারা সকাল দশটা থেকে দুপুর ১টা এবং রাত্রি ১ থেকে সন্ধ্যা ৬টা অব্দি অবরোধে রেহাই দেনেন। আগামীকাল নবাবে মুখ্যসচিবের ডাকা বৈঠকেও তারা যোগ দেনেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলের এজিএম রাজ্য সরকারকে অবরোধ হঠাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেন। রেলপথ স্বাভাবিক করতে ইতিমধ্যেই কুর্মি সমাজের একগুংশের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ অধিকারিকরা। খড়গপুর ডিভিশনের সিনিয়র ডিসিএম রাজেশকুমার বলেন, এখন বৈঠক চলছে। রাত্রি আটটা নাগাদ আমরা খবর পাব মনে করছি। আমরা ঘটনাস্থলে তিনশ আরপিএফ জওয়ান পাঠিয়েছি। রাজ্য সরকার চাইলে আরপিএফ সাহায্য করতে তৈরি। গত পাঁচ দিনে পাঁচশরও বেশি যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল এবং পণ্যবাহী ট্রেনের যাতায়াত বন্ধ থাকায় রেলের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

হুগলিতে বামদের সম্প্রীতি মহামিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি— সম্প্রীতির বার্টা দিতে বামপন্থী দলগুলির ডাকা মহামিছিলে রবিবার দুপুরে জনপ্রাচীন দেখা গেল হুগলিতে। গত রবিবার রিষড়ায় রামানবমীকে কেন্দ্র করে যে অশান্তির আবহ তৈরি হয়, সোমবার পর্যন্ত যার রেশ চলে। সেই ঘটনার পরেই এই মিছিল ডাকা হয়। সিপিআইএম ছাড়াও মোট দশটি দল যোগ দিয়েছে এদিনের মিছিলে। জানা গেছে, কোমগর বাটা থেকে শুরু হয়ে উত্তরপাড়া গৌরী সিনেবার সামনে এই মিছিল শেষ হয়। এর পরে শুরু হয় একটা জনসভা। এদিনের মিছিলে উপস্থিত রয়েছেন মহম্মদ সেলিম, বিমান বসু, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য-সহ একাধিক বাম নেতৃত্ব। রবিবারের এই মিছিলে বিপুল জমায়েত দেখে কার্যত চমকে গিয়েছেন অনেকেই। কেউ কেউ বলছেন, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার সময়েও এত বড় মিছিল খুব একটা দেখা যায়নি। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মণ্ড লীর সদস্য হুগলি জেলার সম্পাদক, দেবব্রত ঘোষ বলেন, ‘বামফ্রন্ট যখন সরকারে ছিল, তখনও হুগলি জেলায় এত বৃহৎ মিছিল আমরা দেখিনি।’ বিমান বসু বলেন, আমি পুরো মিছিলটা হাটিনি। ৩৪ মিনিট হাটার পর পিছনে গাড়িতে উঠেছিলাম। আমি যে মিছিল দেখলাম তাতে আমি অভিভূত। এইরকম মিছিল আমি হুগলিতে দেখিনি।

১০০ দিন প্রকল্পের টাকা চেয়ে নারায়ণগড় ব্লকে জব কার্ড হোল্ডাররা কেন্দ্রকে চিঠি পাঠাতে শুরু করল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯ এপ্রিল— শনিবার আলিপুরদুয়ারের একটি সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ১০০ দিন প্রকল্পের টাকার দাবিতে এক কোটি চিঠি পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন। তারই পরিত্রেক্ষিতে রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ব্লকের বাখারাবাদ ১৩ নম্বর অঞ্চ লের খালিনা বুধে ১০০ দিন প্রকল্পের টাকা চেয়ে জব কার্ড হোল্ডাররা এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে। সেই সঙ্গে ওই এলাকার জব কার্ড হোল্ডাররা দিন প্রকল্পের টাকা চেয়ে কেন্দ্রকে চিঠি লেখা শুরু করে। তৃণমূল কংগ্রেসের এস সি সেল এর সভাপতি সুশান্ত ধল বলেন দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো জব কার্ড হোল্ডাররা রবিবার থেকে কেন্দ্রকে চিঠি লেখা শুরু করেছে। নারায়ণগড় ব্লকের প্রতিটি অঞ্চ লের জব কার্ড হোল্ডাররা ১০০ দিন প্রকল্পের টাকা চেয়ে কেন্দ্রকে চিঠি পাঠাবে। চিঠিগুলি প্রথমে দলের রক কার্যালয়ে গিয়ে পৌঁছাবে। সেখান থেকে দলের নেতৃত্বধরা চিঠি গুলি কেন্দ্রকে পাঠাবে। তাই রবিবার থেকে জব কার্ড হোল্ডারদের নিয়ে ওই কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে।

ফুলবাড়িতে ডিওয়াইএফ আইয়ের পথ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল— সিপিএমের যুব সংগঠন ডি ওয়াইএফ আই শিলিগুড়ি শহর সফল ভাৱগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার ফুলবাড়িতে পথসভা করলে। গুপ্তকারী ফুলবাড়ি মোড়ে পথসভা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআইএর রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জি। আগামী ১৩ এপ্রিল বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে অভিযান করবে সিপিএম এর যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। সেই উপলক্ষে ফুলবাড়িতে পথসভা করা হয়। ওই পথসভায় ডিওয়াইএফআইএর রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জী বলেন, আগামী ১৩ এপ্রিল শিলিগুড়ি মহানন্দা ব্রিজ থেকে অভিযান শুরু হবে। দার্জিলিং জেলা সহ গোটা রাজ্যকে চুরি, দুর্নীতির অন্ধকার থেকে আলোয় ফেলাতে উত্তরকল্যা অভিযানে সমস্ত যুব সদস্যদের সামিল হওয়ার আবেদন জানান তিনি।

বাইসনের আক্রমণে মৃত্যু বৃদ্ধের, আহত ৮

নিজস্ব প্রতিনিধি— ফুল তুলতে গিয়ে বাইসনের আক্রমণে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারে। বাইসনের জখম হয়েছে অন্তত আটজন। কোচবিহারের থোকসাডান্ডার ছোট শিমুলকুড়ির পর এবার হাড়িভান্ডা গ্রামে বাইসনের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। গত মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্যন্ত বাইসনের হামলায় ৮ জন জখম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এরের মধ্যে তিনজন কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসাধীন। বাইসনের হামলায় মৃত ব্যক্তির নাম বীরেন বর্মন (৫৯)। তিনি কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের বাসিন্দা। এদিন বীরেন বর্মন বাগানে ফুল তুলছিলেন। সেই সময় একটি লাইসেন্স তাকে আক্রমণ করে। ওই বৃদ্ধকে জখম অবস্থায় কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত বীরেনের ছেলে তুতুন বর্মন বলেন, সকালে বাবা ঘুম থেকে উঠে বাড়ির পাশেই ফুল তুলছিলেন। হঠাৎই চিংকার চোঁচামেচি শুনি। পাশের বর্শবাড়় থেকে একটি বাইহীন এসে বাবার মাথায় আঘাত করে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে বাবার মৃত্যু হয়। বাইসনের হামলায় আহত হোসেন মিয়া বলেন, আমি ক্ষেতে কাজ করছিলাম। হঠাৎ করে একটি বাইসন আমার সামনে চলে আসে। আমার বুকে, পায়ে আঘাত করে। জানা গিয়েছে, বাইসনের হামলার ভয়ে আতঙ্ক রয়েছে এলাকার লোকজন। বনদপ্তরের তারফে বাইসন উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। কোচবিহারের এডিএফও বিজ্ঞ নাথ বলেন, সকালবেলা স্থানীয় বাসিন্দারা বাইসনে দৃটিকে দেখতে পেরেছে। বাইসনের হামলায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। বেশ কয়েকজন আহত রয়েছে। বনদপ্তরের কর্মীরা ওই বাইসনদুটিকে জঙ্গলে ফেরানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে মৃত আহত পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

হাওড়া-কাটোয়া প্যাসেঞ্জার এসোসিয়েশনের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৯ এপ্রিল— পূর্বস্থলী ২ ব্লকের মেড়তলা অঞ্চ লের অন্তর্গত চন্ডিপুর অন্নপূর্ণা লড্জে এলিন হাওড়া কাটোয়া সুপারবার্ণ প্যাসেঞ্জার এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় কাটোয়া ভান্ডার কিকুরি ৩ নং জোনাল কমিটির উদ্যোগে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এদিন এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত প্রধান উদয় আস, জোনাল কমিটির সম্পাদক দেবাশীষ শীল সহ আরো অনেকে.

অঞ্চল প্রধান বৌমার বাড়িতে বোমা হামলার অভিযোগ, গ্রেফতার শ্বশুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ৯ এপ্রিল—

বৌমার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা হামলার অভিযোগ উঠল শ্বশুরের বিরুদ্ধে। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে মৃশিদাবাদের রানিনগর থানার সেখপাড়া গ্রামে। বৌমা শেফালি বিবি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রানিনগর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। অন্যদিকে শ্বশুর সেখ মহম্মদ জহিরুদ্দিন সেখপাড়া গ্রামে। বৌমা শেফালি বিবি তৃণমূল কংগ্রেস দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। অভিযোগ, বোমা হামলার সময় বাড়িতেই ছিলেন শেফালি বিবি এবং তাঁর স্বামী তথা রানিনগর ২ অঞ্চল তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি আনিসুর রহমান ওরফে বাচ্চু। এই ঘটনার পরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। গভীর রাতেই প্রধানের বাড়ির পিছনে তল্লাশীর সময় ব্যাগ ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। পরে গ্রেফতার করা হয় জহিরুদ্দিনকে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপান উত্তারও শুরু হয়েছে।

আনিসুর রহমান রবিবার সাংবাদিকদের বলেন, ‘ঘটনার দিন রাত এগারটায় আমি বাড়িতে ঢুকি। ঘরে মুখ হাত-পা ধুয়ে বিছানায় বসে মোবাইল দেখছিলাম। পাশেই স্ত্রী চেলে-মেয়েদের নিয়ে

শুয়ে ছিল। হঠাৎ বিকট আওয়াজ শুনতে পাই। ঘর

থেকে বেরতেই দেখি আমরা যে ঘরে থাকি, ঠিক

তার পিছনে ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে গিয়েছে। সঙ্গে

সঙ্গে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের

ডেকে তুলি। ফের বাইরে বেরিয়ে দেখি দুই দৃষ্কৃতী

আমাকে দেখেই পালাচ্ছে। তাদের পিছনে ধাওয়া

করার সময় ওরা আমাকে লক্ষ্য করে দূরাউত

গুলিও ছোঁড়ে। ওদের পিছনে ধাওয়া করার সময়

বাবাকে আমি চিনতে পেরেছি। এই কাজ বাবা

ছাড়া অন্য কেউ করেনি। সিপিএম এবং কংগ্রেসের

সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বৈঠক করছে আর আমাকে

আর আমার স্ত্রীকে খুনের ছক করছে। আমার স্ত্রী

খুব জনপ্রিয়। ভোটে দাঁড়ালে এবারও বিপুল

ভোটে জয়ী হবে। আমার স্ত্রী যাতে নির্বাচনে না

দাঁড়ায়, সেই ভয় দেখানোর জন্যই এই বোমা

মারার ঘটনাটি ঘটিয়েছে বাবা। কারণ বাবা চায়

আমার স্ত্রীর পরিবর্তে নিজের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী

রাবেয়া বিবিকে ভোটে দাঁড় করিয়ে গ্রামপঞ্চায়েত

প্রধান করতে। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের

করা হয়েছে। পুলিশ বাবাকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশের উপর ভরসা আছে। সঠিকভাবেই তদন্ত

হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।’

তৃণমূল কংগ্রেসের রানিনগর ২ ব্লক সভাপতি

শাহ আলম সরকার বলেন, ‘শনিবার রাত বারোটা

কুড়ি মিনিটে আমাকে প্রধান শেফালি বিবি ফোন

করে জানাই। পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে ঘটনাস্লে

সে এলাকায় সুপরিচিত।’

যদিও এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও

সম্পর্ক নেই বলে জানান প্রদেশ কংগ্রেসের

মুখপাত্র মহফুজ আলম ডালিম। তিনি বলেন,

‘পুরো ঘটনার পিছনে রয়েছে বাবা ও ছেলের মধ্যে

পারিবারিক একটা অশান্তি। এই অশান্তি দীর্ঘদিন

ধরে চলছে। আমরা খোঁজ নিয়ে খুব ভালো করে

জেনেছি, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির

কোনওরকম যোগ নেই। দ্বিতীয়ত, জহিরুদ্দিন

এখনও কংগ্রেসে যোগ দেননি। পঞ্চায়েত

নির্বাচনের আগে তার যোগ দেওয়ার কথা ছিল।

পারিবারিক এই অশান্তির ঘটনাকে রাজনীতির রঙ

লাগিয়ে তাকে গ্রেফতারের মধ্যে দিয়ে তার

কংগ্রেসে যোগদানের প্রক্রিয়াকে আটকাতে চাইছে

শাসক।’

মমতার সঙ্গে ছিলেন আন্দোলনে, নিঃশেষ সহায় সম্বল, অসমর্থ শরীরে এখনও ভ্যান চালিয়ে দিনযাপন করেন বৃদ্ধ নির্মল দাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসত, ৯ এপ্রিল— ২৮ বছর আগে বাম আমলে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী ছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎকালীন যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে জমায়েত হয়েছিলেন কয়েক হাজার কমী-সমর্থক। তৎকালীন শাসকদলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্যুতে সেদিন কাছুরি ময়দানে আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শাস্তিপূর্ণ মিছিল হঠাৎ করেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির রূপ ধারণ করে। অভিযোগ পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎকালীন জেলা পুলিশ সুপার রূপাল দিগের নির্দেশে পুলিশ কম্বীরা আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি ছালায়। পুলিশের গুলিতে সেদিন বারাসতে এক স্থানীয় বাসিন্দা গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলে। আহত হয়েছিলেন অনেকেই। সেই

তালিকায় ছিলেন বসিরহাটের সন্দেশখালি ২ নম্বর

ব্লকের বাসিন্দা নির্মল দাসও।

সেদিনের ঘটনা আজও টাটকা নির্মল দাসের

স্মৃতিতে। এরপর কেটে গিয়েছে অনেকগুলো

বছর। সেদিনের বিরোধী নেত্রী আজ রাজ্যের

মুখ্যমন্ত্রী। নির্মল বাবুর কথায় তৃণমূল কংসেস

ক্ষমতায় আসার পরেও তার পরিবারের দিকে ঘুরে

তাকায়নি কেউ। শাসকদলের কোন নেতাও

কোনদিনও কোন খোঁজ নেননি। তারা বঞ্চিত

সরকারি চাকরি বেকার দলের তরফে কোন আর্থিক

সাহায্য থেকে। কাজেই একপ্রকার নিরুপায় হয়ে

পরিবারের অন্য সমস্থান করতে অসমর্থ শরীরে

দান্য চালিয়ে দিন যাপন করছেন বছর ৭২-এর

নির্মল দাস।

নির্মল বাবুর কথায়, সেদিনের ঘটনার চিকিৎসার

খরচ মেটাতে গিয়ে সন্দেশখালি এলাকায় পৈকিক

জমি ও ভিটে সবকিছই বিক্রি করে দিতে হয় তাকে।

রাজু ঝাঁ খুনে অধরা দুষ্কৃতীরা, কলিং অ্যাপে যোগাযোগ?

একের পৃষ্ঠার পর গাড়িটও লভিসেরই। ঘটনার পর অবশ্য লতিফ গা ঢাকা দিয়েছিল। সেদিন লতিফকে ফোন দেখা বলতেও দেয়া গিয়েছে হরিফাল হওয়া একটি ভিডিওতে। লতিফ সাধারণ কলিং অর্থাৎ মোবাইল নম্বর থেকে ফোন করে থাকলে সিরিআইয়ের পক্ষে তার নাগাল পেতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আবার রাজুর আততায়ীরা ‘বড় মাথার’ নির্দেশে মত সুপরিকল্পিতভাবে অপারেশন চালিয়েছিল। তারাও সেই মাথার সঙ্গে অবশ্যই নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিল। ফলে শক্তিদগ সহ অন্যান্য জায়গার টাওয়ার পেশিং থেকে পুলিশের পক্ষে তাদের সন্তাবা মোবাইল নম্বর চিহ্নিত করা সহজ হত। দ্রুত অপরাধীকেও চিহ্নিত করতে পারত পুলিশ। সুত্রে খবর এক্ষেত্রে তেমন কোনও ‘সুরাগ’ তদন্তকারীরা পাননি। পেলেও সেটিকে ট্র্যাক করে এখনও অপরাধীদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। এর থেকে অনুমান করা হচ্ছে, বিশেষ কোনও কলিং অপারেশন মাধ্যমে আততায়ীরা মার্সামাইন্ড বা সুপারি নেওয়া লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল। যার ফলে তদন্তকারীরা এখনও টিকি ধরতে পারেনি তাদের। এছাড়াও বড় মাপের অপরাধীরা আইফোন ব্যবহার করে। যার মাধ্যমেও বিশেষ কল করা না কি সম্ভব। তার রেকর্ড পাওয়াটাও পুলিশের কাছে দুরূহ ব্যাপার। সময়সাপেক্ষও অপরাধীরা আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগালেও হাল ছাড়ছে না পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। সাইবার অপরাধ দমনে জেলা পুলিশের সেনেলর দক্ষ অফিসারদের উপর বিশেষ আস্থা রাখছে এই খুনের কিলারায় গঠিত স্পেশাল ইন্ভেস্টিগেশন টিম (সিট)। সাইবার প্রযুক্তিতে দক্ষ পুলিশ অধিকারিকরাও সিটকে ফলপ্রসূ কোনও লিঙ্ক তুলে দিতে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। রাজু খুনের কিনারায় পুলিশের সাইবার শাখাই হয়তো তুরূপের তাস হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।

ব্যাধ করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে বেলঘড়িয়া থানার পুলিশবাহিনী আসে, মোতাযেন হয় র‍্যাক্ষ। সিপিএমের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃত ভাবে অশান্তি পাকিয়েছে শাসকশিবির। কামারহাটের প্রাক্তন বিধায়ক মানস মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘ভোতের নামে প্রহসন চলছে। নির্বাসনের শুরুতেই সব ভোট পড়ে গিয়েছে।’ বিরোধীদের বক্তব্য, সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে সামান্য পুরসভার কো-অপারেটিভ নির্বাচনে যদি এই ছবি দেখা যায়, তা হলে অবশ্যই তা চিন্তার।

কামারহাটের পুরপ্রধান গোপাল সাহা বলেন, ‘প্রথমত, নির্বাচনে বাইরের কারও যাওয়ার দমকর ছিল না। তা ছাড়া বাইরে থেকে কিছু লোক যখন ভিতরের ঢোকার চেষ্টা করেন, তাঁদের নিরাপত্তারক্ষীরা বাধা দেন। কিন্তু নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে থাঞ্চাঞ্চি শুরু করেন তারা। এর পরই বামোলা হয়। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে।’

এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যেই হোমাতপুর হাটের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৯ এপ্রিল— রবিবার সকালে হোমাতপুর হাটের উদ্বোধন হলো, সপ্তাহে দুদিন রবি এবং বুধবার এই হাট বসবে এখানে সেই হাটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, এছাড়াও হাজির ছিলেন পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আজিজুন্নেসা খাতুন সহ বিশিষ্ট জনেরা। মন্ত্রী স্বপনবাবু তিনি এদিন বলেন এটাকে থেকে উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার বলা যেতে পারে।

ইতিমধ্যেই এখানে একটি হাট বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম তারা আজ উদ্বোধন হলো। এইক সাথে এলাকায় একটি বাস স্ট্যান্ড করারও পরিকল্পনার কথা ভেবেছিলাম। ইতিমধ্যেই জমি চিহ্নিত করে পরিবহন দপ্তর কে রেজিস্ট্রেশনও করে দেয়া হয়েছে। খুব শিগগিরই বাস স্ট্যান্ড তৈরীকর কাজ হবে এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।

সেপ্টেম্বর থেকে ফের বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি কুর্মিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি—

পূর্বলিয়ার কুস্তাউরে থেকে অবরোধ তুললেও পশ্চিম মেদিনীপুরের খেমামুন্লিতে অবরোধ জারি রাখলেন কুড়মিরা। জানালেন, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে। অন্য দিকে পূর্বলিয়া থেকে কুড়মি নেতা অজিত মাহাতের হুঁশিয়ারি, আপাতত সেখান থেকে অবরোধ তুলে নেওয়া হলেও ২০২৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে জঙ্গলমহলের তিন জেলায় ফের রেল অবরোধ হবে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তিনি।

একগুছ দাবি নিয়ে গত পাঁচ দিন ধরে পূর্বলিয়া এবং মেদিনীপুরে রেল অবরোধ করেছে কুড়মিরা। ছদিন ধরে সড়ক অবরোধ চলছে। পূর্বলিয়ায় বিক্ষোভ উঠে গেলেও জারি খেমামুন্লিতে। কুড়মি নেতৃত্ব জানিয়েছে, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তাঁরা। সুত্রে খবর, কুড়মি নেতা রাজেশ মাহাতো পূর্বলিয়ায় বৈঠক করেছেন। তিনি ফিরে এলে তবেই খেমামুন্লির বিক্ষোভ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে কুড়মি সমাজের বাডগ্রাম জেলা সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ মাহাতো বলেন, ‘দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ চলবে।’ অন্য দিকে আর একটি সংগঠনের সভাপতি সুদীপ কুমার মাহাতো বলেন, ‘দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামা হয়েছে। কেনও ইতিবাচক সুরাহা মেলেনি। অজিত মাহাতো আলাদা সংগঠনের। ওঁরা আন্দোলন তুলতে পারেন, আমাদের আন্দোলন চলবে।’

রবিবার পূর্বলিয়ায় বিক্ষোভস্থল থেকে কুড়মি নেতা অজিত অভিযোগ করেছেন, এই নিয়ে কোনও ‘সদর্থক ভূমিকা’ নয়নি রাজ। তাঁর কথায়, ‘পরিস্কার কথা, রাজ্য সরকার গত পাঁচ দিনে একটা চিঠি চাপাটি করতে পারল না। আমাদের জন্য কোনও সদর্থক ভূমিকা নেয়নি। অথচ ডিএম, এসপিকে বলা হচ্ছে বার বার, যাতে আমরা অবরোধ তুলি। আমরা দু’দীর রেল অবরোধ করলাম। কিন্তু কেন এই পথে হাঁটতে বাধ্য হলাম, তার কারণ লেখার জন্য এক লাইন ক্ষমতা হল না।’ আরও অভিযোগ আন্দোলনকারীদের হুমকি দিয়েছে সরকার। তিনি বলেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে আমাদের ছেলেরদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।’ এর পরেই অজিত জানিয়ে দেন, আপাতত পূর্বলিয়া থেকে অবস্থান তুলে নিলেও ভবিষ্যতে ফের আন্দোলনের পথে নামবেন তাঁরা। তাঁর কথায়, ‘আপাতত রেলের অবস্থান তুলে নিলাম। আগামী দিনে তিন জেলায় রেল অবরোধ হবে। সরকার কিছু না করলে লড়াই চলবে।’ কুড়মি নেতা এও জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার বসতে চেয়ে যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করছেন তারা। তাঁর কথায়, ‘অনেক মিটিং হচ্ছে, কী লাভ হচ্ছে। তাই প্রত্যাহার করলাম।’

ইটাহারে আগুনে পুড়ে ছাই বহু কাঁচাবাড়ি, জখম ৫ শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি— ভয়াবহ আগুন লাগল ইটাহারে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে বেশ কয়েকটা কাঁচা বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আগুনের তাপে ৫ জন শিশু জখম হয়েছে। অবশ্য তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রবিবার দুপুরে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ব্লকের সুক্সন-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়িওলঘাট এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন আচমকা বাড়িওলঘাট গ্রামের একটি কাঁচা বাড়ি থেকে আগুনের শিখা দেখা যায়। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই, আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। আশেপাশের কয়েকটি কাঁচা বাড়িও গ্রাস করে নেয় আগুন লেলিহান শিখা। কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় গোটা এলাকা। তড়িঘড়ি দমকলে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের টি ইঞ্জিন। আধ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা।

ঘটনায় ৫ জন শিশু আগুনের তাপে জখম হয়। তাদের উদ্ধার করে সুক্সন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে দমকলের অনুমান, কোনও পরিবারের রান্নাঘরের উন্নুন থেকে আগুন আশেপাশের ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। তার থেকেই এই বিপত্তি ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের জেরে ৫টি পরিবারের বাড়ির বেড়া এবং ১৬টি কাঁচাবাড়ি পুড়ে গিয়েছে। অবশ্য ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি, তাদের বিপুল নগদ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও অগ্নিকাণ্ডের জেরে কয়েক কান্ধ টাকার সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে।

অভিষেকের শরণাপন্ন ময়নার তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি— মনায়র জনসভা করে ‘চাকরি চোর’ বলে স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পঞ্চায়েত ভোটে তারা এই অভিযোগে ‘চাপ’ পরেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তাই এই বিষয়ে জবাব দিতে তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের দ্বারস্থ হয়েছে তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল। সুত্রে খবর, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতরে এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। শনিবার ময়না বিধানসভা এলাকার বাকচায় এক জনসভা করেন বিরোধী দলনেতা। সেখানেই তিনি ময়না বিধানসভা এলাকার ১১ জন তৃণমূল নেতার নাম করছেন। সেই ১১ জন নেতাকে তিনি অভিযুক্ত করেছেন নিয়োগ দুর্নীতিতে। সঙ্গে দাবি করেছেন, এই সব নেতা ইডির হাতে ধৃত জেলবন্দি প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লিঙ্ক মান হিসেবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় কাজ করতেন। তাঁর আরও অভিযোগ, নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত অরন শিল্পের সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ ছিল। পার্থ ও অয়নের সঙ্গে যোগসাজশ করেই তাঁরা নিয়োগ দুর্নীতি করেছেন। বিরোধী দলনেতা এ ভাবে প্রকাশে দুর্নীতির অভিযোগে এনে সরব হওয়ায় কিছুটা ‘চাপ’ বেড়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের উপর।

তাই কী ভাবে এই সমস্ত অভিযোগের জবাব দেওয়া হবে, তা ঠিক করে দিতে শীর্ষ তৃণমূল নেতৃত্বের মুখ্যপেক্ষী তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল। জেলা তৃণমূল সভাপতি সৌমেন মহাপাত্র বলেন, ‘বিরোধী দলনেতা তাঁর রকির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তো নিজেকে বড় নেতা মনে করেন। তাই কোনটা তাঁর বলা উচিত, আর কোনটা নয়, তাই এখনও পর্যন্ত তিনি ঠিক করে উঠতে পারেনি।’ আরও বলেন, ‘বিরোধী দলনেতা আমাদের দলের যে সমস্ত নেতার নাম মঞ্চ থেকে বলেছেন, তা আমরা সবটাই জেনেছি। কিন্তু তাঁর এমন অভিযোগের ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা ঠিক করবে শীর্ষ নেতৃত্ব। আমি বিষয়টি শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েছি। তারা আমাদের যে নির্দেশ দেনেন, সে ভাবেই বিরোধী দলনেতার অভিযোগের জবাব দেওয়া হবে।’

‘আমাদের লোকেরা হাত পেতে টাকা নিয়েছে, কিন্তু সিপিএম টেকনিক্যাল চোর’: শোভনদেব

নিজস্ব প্রতিনিধি— আমাদের লোকেরা হাত পেতে টাকা নিয়েছে, সিপিএম চুরি করেছে সাইটফিক্যালি। মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যে শোরগোল রাজনৈতিক মহলে। নিদ্যায় সরব বামেরা।

নিয়োগ দুর্নীতিতে ইতিমধ্যেই গ্রোথার হয়েছেন তৃণমূল সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী-সহ একাধিক অধিকারী। এই পরিস্থিতিতে বামআমদের দুর্নীতি বারবার প্রকাশে আনার চেষ্টা করছে

এই দেশ... অন্য ভাবনা... অন্য ভূবন

পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ শিবগাজন হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিন। সংক্রান্তি বলতে আমরা বুঝি বাংলা মাসের শেষ দিন। অভিধানেও তাই আছে। চলন্তিকা অভিধানে আরো বলা আছে, ‘সূর্যাদির এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন’। সংক্রান্তি কথাটি এসেছে সংক্রমণ থেকে। সংক্রমণ মানে সম্বরণ, গমন, প্রবেশকরণ। আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে সূর্য বারো মাসে বারোটি রাশিতে গমন করে। এজন্য ১২টি সংক্রান্তি। যদিও আমরা জন্ম সূর্যের এটা আপাত গমন। কারণ সূর্য নিজে এভাবে ঘোরে না। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী বারো মাসে এক পাক ঘুরে আসে। তাই পৃথিবী থেকে আকাশের বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন তারামণ্ডল দেখা যায়। এই তারামণ্ডলই ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের রাশি।

মহাকাশে পশ্চিম থেকে পূর্বে বারোটি তারামণ্ডল বা বারোটি রাশি আছে। সেগুলি হল - মেঘ, বুধ, মিশুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। জ্যোতিষ অনুযায়ী সূর্য তাই বারো মাসে এই বারোটি রাশিতে গমন করে তাই বারোটি সংক্রান্তি। প্রতি মাসের সংক্রান্তির আলাদা নাম আছে। যেমন -

বৈশাখ সংক্রান্তি- বিষুপদী সংক্রান্তি, বুধ রাশিতে গমন।
জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি- ষড়শীতি সংক্রান্তি, ধনু রাশিতে গমন।
আষাঢ় সংক্রান্তি- দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি, মকর রাশিতে গমন।
শ্রাবণ সংক্রান্তি- বিষুপদী, বৃশ্চিক রাশিতে গমন।
ভাদ্র সংক্রান্তি- ষড়শীতি সংক্রান্তি, মিশুন রাশিতে গমন।
আশ্বিন সংক্রান্তি- জলবিষুব সংক্রান্তি, তুলা রাশিতে গমন।
কার্তিক সংক্রান্তি- বিষুপদী সংক্রান্তি, সিংহ রাশিতে গমন।
অগ্রহায়ন সংক্রান্তি- ষড়শীতি সংক্রান্তি, কন্যা রাশিতে গমন।
পৌষ সংক্রান্তি- উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, মকর রাশিতে গমন।
মাঘ সংক্রান্তি- বিষুপদী সংক্রান্তি, কুম্ভ রাশিতে গমন।
ফাল্গুন সংক্রান্তি- ষড়শীতি সংক্রান্তি, মীন রাশিতে গমন।
চৈত্র সংক্রান্তি- মহাবিষুব সংক্রান্তি, মেঘ রাশিতে গমন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে চৈত্র সংক্রান্তি হচ্ছে মহা বিষুব সংক্রান্তি। এই দিনটি ইংরেজি ক্যালন্ডারে ১৪ এপ্রিল বা ১৫ এপ্রিল (যদি চৈত্র মাস ৩১ দিনের হয়)। কিন্তু ভূগোল পাঠ্য বইতে আছে মহাবিষুব হল ২১ মার্চ। ভূগোলের ভাষায় বিষুব কথাটির অর্থ সমান দিনরাত্রি। বাংলা অভিধানে বি্ষুব কথাটির অর্থ ‘সম দিনরাত্রি কাল’। বছরে দুদিন পৃথিবীতে দিন ও রাত্রির সময়কাল সমান হয়। ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর। এই দুটি দিনকে বলা হয় যথাক্রমে মহাবিষুব ও জলবিষুব। পঞ্জিকার ব্যাখ্যায় জলবিষুব হলো আশ্বিন সংক্রান্তি। আসলে ফলিত জ্যোতিষ (Astrology) ও গণিত জ্যোতিষ (Astronomy)-এর মধ্যে দিনক্ষণের পার্থক্য আছে। সেটা নিয়ে খুব বেশি মাথা না ঘামালেও চলে। সাধারণ মানুষ উৎসব, পূজা-পার্বনের দিনক্ষণ নির্ধারণের জন্য পঞ্জিকা ব্যবহার করে।



ডোঙ্গালন গ্রামের ঘটেশ্বর শিবমন্দির

পঞ্জিকাতে উল্লেখ আছে চৈত্র সংক্রান্তি মহাবিষুব সংক্রান্তি, শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা, শ্রীশ্রীচড়ক পূজা, জল-ফল-অন্ন ও দান সংক্রান্তি ব্রত, কর্মঘটি ব্রত, শ্(ছাত্র) ও জলপূর্ণ ঘটানো সর্ব পাপক্ষয় ফল। প্রতি সংক্রান্তিতেই অবশ্য শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা হয়।

পঞ্জিকাতে কোন উৎসবের কথা উল্লেখ থাকলে আমরা ধরে নিই এটি হলো বিখ্যাত উৎসব। আর সেই অঞ্চলের লোকেরা গর্ব করে বলে, আমাদের উৎসবের কথা পঞ্জিকাতে বলা আছে। উৎসব পঞ্জিকাতে একবার উঠে গেলে তার আর বিচারি হয় না। বছরের পর বছর পঞ্জিকাতে মুদ্রিত হতে থাকে। খোঁজ করলে দেখা যাবে সেই সব উৎসবের আড়ম্বর হয়তো কমে

পঞ্জিকায় বাঁকুড়ার শিবগাজন

পঞ্জিকাতে কোন উৎসবের কথা উল্লেখ থাকলে আমরা ধরে নিই এটি হলো বিখ্যাত উৎসব। আর সেই অঞ্চলের লোকেরা গর্ব করে বলে, আমাদের উৎসবের কথা পঞ্জিকাতে বলা আছে। বাঁকুড়া জেলায় যেসব চৈত্র সংক্রান্তির শিবগাজনের কথা

পঞ্জিকাতে উল্লেখ আছে সেগুলির মধ্যে কয়েকটি গাজনের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন **সুখেন্দু হীরা**।

গেছে। কোথাও কোথাও বন্ধ হয়ে গেছে। যেমন চৈত্র সংক্রান্তিতে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার অধীন ডোঙ্গালন গ্রামের শ্রীশ্রীঘটেশ্বর শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা আজ থেকে ৬০-৬৫ বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে।
বাঁকুড়া জেলায় যেসব চৈত্র সংক্রান্তির শিবগাজনের কথা পঞ্জিকাতে উল্লেখ আছে সেগুলি হল - গাড়রা (সিমলাপাল থানা), খামারবেড়ি (ওন্দা), মটুকবনী (শালতোড়া), মশিয়াড়া (হীরবাঁধ), ডোঙ্গনাল (ইন্দাস), ডিহিপাড়া (সোনামুখী) তেলিবড়িয়া (ওন্দা), ঝঙ্কলাড়া ওন্দা)। এর মধ্যে শেষের তিনটি এই সংবাদপত্রে পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য এই সংখ্যাতে প্রথম চারটি গাজনের কথা উল্লেখ করা হলো।

গাঁড়রা গ্রামের বাবা শান্তিনাথের গাজন
মাচাতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, সিমলাপাল থানা



গাঁড়রা গ্রামের শিবমন্দির

গাঁড়রা গ্রামের শিবগাজনটি প্রায় ৪০০ বছরের পুরাতন। গাজনটি হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে। ভক্তার সংখ্যা হয় প্রায় ১০০০ জন। ভক্তারা উদরি বা উপবীত নেয়। রাতগাজন হয় না। কেবলমাত্র দিনগাজন হয়। এদিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন বিকাল তিনটেতে আশ্ন সন্ধ্যাস হয়। কুড়ি জন মতো ভক্তা আঙনের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়। মন্দির থেকে গঙ্গাবতী নদীর দূরত্ব এক কিলোমিটার। নদীর ঘাটে পাি নিয়ে যাওয়া হয় এদিন বিকালে। এখান থেকে গাজন ওঠে। তাড়াতাড়ি গাজন শেষ হয়ে যায়। বেশী রাত হয় না। আঁশপান্নার প্রচলন নেই। তিনদিন মেলা বসে। মেলায় প্রধান বিক্রি পূজা সামগ্রী ও অন্যান্য মনোহারী দ্রব্য।

মশিয়াড়া গ্রামের বিরিঞ্চি নারায়ণ বাবার গাজন
মশিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, হীরবাঁধ থানা

মশিয়াড়া গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বিরিঞ্চি নারায়ণ বাবার গাজন অনুষ্ঠিত হয়। গাজনটি আনুমানিক ১৫০ বছরের প্রাচীন। এই ঠাকুরটি আগে পার্শ্ববর্তী দোসতিনা গ্রামে ছিল। সেখান থেকে এই গ্রামে নিয়ে আসেন রায়েরা।



মশিয়াড়া গ্রামের শিবমন্দির

এখানে ভক্তার সংখ্যা হয় ৭০-৮০ জন। ভক্তারা উদরি বা উপবীত ধারণ করে। চৈত্র সংক্রান্তির দুদিন আগে অর্থাৎ ২৮ চৈত্র দুপুর তিনটের সময় পাট অর্থাৎ লৌহশলাকাবিন্দু পাটভন মন্দির থেকে বের হয়। মন্দির থেকে ৮০০ মিটার দূরত্বে গ্রামের পুকুরে যায়। সেখানে পাট স্নান করানো হয়, ভক্তারাও স্নান করে। পরদিন অর্থাৎ ২৯ চৈত্র বিকাল পাটটার সময় পাট বের হয় স্নানের উদ্দেশ্যে। স্নান সেরে ফেরার সময় ভক্তারা দণ্ডী কাটে। এদিন, রাত বারোটার পর ঘটে বারি অর্থাৎ জল তোলা হয়। এটাকে ‘কামলা তোলা’ বলে। কামলা তোলার পর ভক্তারা পুরোহিতের বাড়িতে যায়। একে বলা হয় রাজভেট। এখানে ভক্তাদের জল, শুড়, লাড্ডু দেওয়া হয়। পরদিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন সকাল সাতটায় পাট বের হয় স্নান করানোর জন্য। পরদিন অর্থাৎ পয়লা বৈশাখের দিন হয় আঁশপান্না। শুধুমাত্র ভক্তাদের জন্য মাছভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকে। এই উপলক্ষ্যে এখানে কোন মেলা বসে না।

খামারবেড়িয়া গ্রামের গম্ভীরেশ্বর বাবার গাজন-ওন্দা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত, ওন্দা থানা

খামারবেড়িয়া গ্রামে দুটি শিব মন্দির আছে একটি গাঙ্গুলীদের এবং আরেকটি চৌধুরীদের দুটি মন্দির পুরনো কিন্তু সংস্কার করা হয়েছে ১৬ বছর আগে। দুটি মন্দিরই বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর জাতীয় সড়ক ৬০-এর ধারে অবস্থিত। এখানে চড়ক প্রায় দেড়শ বছরের পুরনো। তবে কেন ইতিহাস বা জনশ্রুতি শোনা গেল না। দুই মন্দিরের শিবের নাম গম্ভীরেশ্বর। দুই মন্দিরে গাজন একসঙ্গে হয়। চৌধুরীদের মন্দির থেকে শুরু হয়, গাঙ্গুলীদের মন্দিরে শেষ হয়। দুটি মন্দিরের মধ্যে দূরত্ব ৪০০ মিটার। গাজনে ভক্তা হয় ৪০-৫০ জন। এর মধ্যে প্রধান ভক্তা দু’জন। পাটভক্তা ও সন্ধ্যাসী ভক্তা। বর্তমান পাটভক্তার নাম অজিত পাল। তিনি বছর ১৫ ধরে পাট ভক্তা হয়ে আসছেন। সন্ধ্যাসী ভক্তার নাম স্বরণ নন্দী। ইনি বংশপরম্পরায়। গাজনের পর্বগুলি হল কামলাতলা, গামীরকটা, নীল পূজা, বাণ পূজা, পাথর ভোগ, আঙন সন্ধ্যাস, বান ফোঁড়া, চড়ক পূজা

ও চড়ক। চৈত্র সংক্রান্তির আগের শনি মঙ্গলবার ধরে কামলা তোলা হয় চৌধুরী পুকুর থেকে যা রামসায়র নামে পরিচিত। গামীরকটা হয় নীল পূজার আগের দিন, চ্যাটাজী পাড়ার কৃষ্ণপদ নন্দীর বাড়ির সামনে থেকে। গামীরকটার দিন সন্ধ্যায় পুরোহিতের বাড়িতে রাজভাটা করতে যায় ভক্তরা। বর্তমান পুরোহিতের নাম তুষার গাঙ্গুলি। তিনি বংশপরম্পরাগত পুরোহিত।



খামারবেড়িয়া গাঙ্গুলীপাড়ার শিবমন্দির

নীল পূজা হয় চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন। নীল পূজার রাতে ভক্তারা গড়িয়ে চৌধুরী মন্দির থেকে গাঙ্গুলী মন্দির পর্যন্ত যায়। এরপর হয় ‘বাণ’ পূজা। যে বাণগুলো চড়কের দিন ভক্তরা দেখে ফোঁড়ে সেগুলি এদিন পূজা করা হয়। বাণ পূজার পর হয় পাথরভোগ। এই পাথরভোগ সবার অলক্ষ্যে নির্জনে করা হয়ে থাকে।



খামারবেড়িয়া চৌধুরীপাড়ার শিবমন্দির

দিন গাজনের দিন অর্থাৎ চরিত্র সংক্রান্তির দিন ভোর পাটটার সময় হয় আঙন সন্ধ্যাস। সন্ধ্যাসী ভক্তা আঙনের বাঁপ দেয়। আঙন সন্ধ্যাসের পর জনা দশেক ভক্তা বাণ ফোঁড়ে। গাজন ওঠে চৌধুরী পুকুর থেকে। অর্থাৎ চৌধুরী পুকুর থেকে

শহর ও জেলার অন্দরে

শতাব্দী নৃত্যায়ণের বার্ষিক নৃত্য উৎসব ২০২৩

অরিন্দম ভট্টাচার্য

উত্তর কলকাতার মোহিত মৈত্র মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক শতাব্দী নৃত্য উৎসব ২০২৩। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন জাতীয় খ্যাতি সম্পন্ন যোগা প্রশিক্ষক মমতা মল্লিক। প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা হয় উৎসবের। উপস্থিত ছিলেন ড. মহেশা মুখোপাধ্যায়, বিদ্যুদী সূতপা তালুকদার, কুমার কান্তি ঘোষাল, গুরু পুষ্পিতা মুখার্জী, শঙ্কর নারায়ণ স্বামী, রাজীব ভট্টাচার্য, আনন্দ চন্দ্র বড়ুয়া, মমতা মল্লিক ও দক্ষিণ দমদম পুরসভার কাউন্সিলর অভিজিৎ মিত্র। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শিল্পীদের সম্মান জানানো হয় শতাব্দী নৃত্যায়ণের পক্ষ থেকে। সরস্বতী বন্দনার মধ্যে দিয়ে ওড়িশি নৃত্য অনুষ্ঠান শুরু

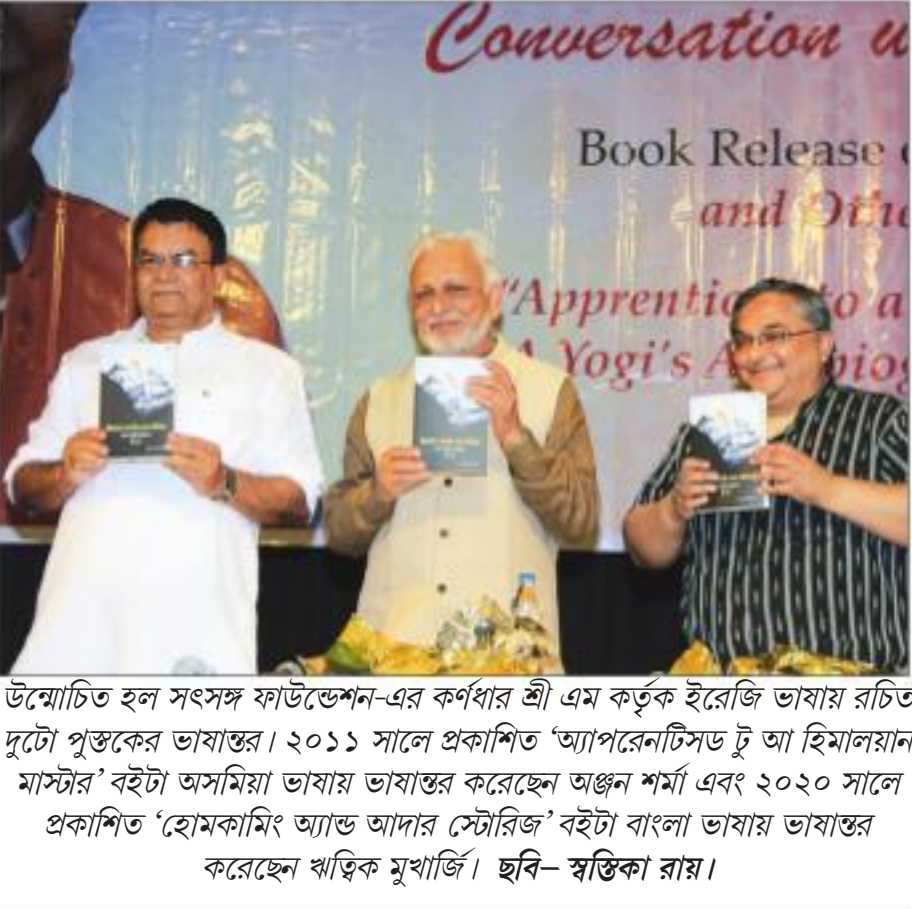


‘কিশোর ইভেন্টস অ্যান্ড অ্যাডভারটাইজমেন্টস’-এর পরিচালনায় এবং ‘বইবন্ধু পাবলিকেশনস অ্যান্ড বুকসেলার্স প্রাইভেট লিমিটেড’-এর সহযোগিতায় সম্প্রতি কোলকাতার ‘বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার’-এর অদুর্দীন কক্ষে উন্মোচিত হল ‘বইবন্ধু’-র বৈশাখী সংখ্যা ‘কিশোরবন্ধু’। ছবি- মৃত্যুঞ্জয় রায়।

দাঁতনের মাটিবেরুয়া এলাকায় বাইক ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯ এপ্রিল— শনিবার রাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানার মাটিবেরুয়া এলাকায় সেলপাট্টা এগরা রাস্তার মাঝে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে উড়িষ্যার জলেশ্বর থেকে তিন যুবক একটি বাইকে করে মোহনপুর থানার সাউটিয়া গ্রামে নিজেদের বাড়িতে ফিরছিল। সেই সময় দাঁতন থানার মাটিবেরুয়া এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যানের সাথে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। যার ফলে বাইকে থাকা তিনজন যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ডাক্তারবাহার মারিন দে নামে ২৫ বছর বয়সী এক যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করে। আহত মিলন মাইতি ও পলাশ দে

নামে দুই যুবকের চিকিৎসা চলছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃত ও আহত দুই যুবকের বাড়ি মোহনপুর থানার সাউটিয়া গ্রামে। খবর পেয়ে দাঁতন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মারিন দে নামে মৃত যুবকের দেহটি উদ্ধার করে রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। সেই সঙ্গে ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করে। তবে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চ ল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ পিক আপ ভ্যান ও বাইকটিকে উদ্ধার করেছে। পিকআপ ভ্যানের চালক পলাতক। তবে এক যুবকের মৃত্যু ও দুই যুবক আহত হওয়ার ঘটনায় মোহনপুর থানার সাউটিয়া গ্রামে মৃত ও আহত দুই যুবকের পরিবারে এবং সাউটিয়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।



উন্মোচিত হল সংসদ ফাউন্ডেশন-এর কর্ণধার শ্রী এম কর্তৃক ইরেজি ভাষায় রচিত দুটো পুস্তকের ভাষান্তর। ২০১১ সালে প্রকাশিত ‘আপারেনটিসড টু আ হিমালয়ান মাস্টার’ বইটি অসমিয়া ভাষায় ভাষান্তর করেছেন অঞ্জন শর্মা এবং ২০২০ সালে প্রকাশিত ‘হোমকামিং অ্যান্ড আদার স্টোরিজ’ বইটি বাংলা ভাষায় ভাষান্তর করেছেন ঋত্বিক মুখার্জি। ছবি- স্বস্তিকা রায়।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু দম্পতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৯ এপ্রিল— এপ্রিল বাইকে করে কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক দম্পতির। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানার রসুলপুরে। দুজনই মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালের কর্মী বলে জানা গেছে।

শনিবার বিকেলে মেমারি হাসপাতাল থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুই কর্মী যম্ভী মালিক ও তার স্ত্রী রুস্মা মালিক। বাইকে করে যাবার সময় মেমারির রসুলপুরে একটি ছোট হাতি গাড়ির সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ঘটে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাদের দুজনকে শহর বর্ধমানের অদূরে অনামায় হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক রুস্মা মালিক কে মৃত ঘোষণা করেন। আশংকাজনক অবস্থায় যম্ভী মালিককে কলকাতার পিজিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রবিবার সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

কুলতলিতে আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ সহ গ্রেফতার এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ৯ এপ্রিল— শনিবার রাতে কুলতলির জালাবেড়িয়া বাজার অঞ্চলে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরছিল মধ্য তিরিশের এক যুবক। খবর পেয়ে কুলতলি থানার পুলিশ তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, ধৃত সুকুমার সর্দারের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধের এমন কী খুনেরও অভিযোগ আছে। ধৃত সুকুমার কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পেল, কী কারণে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে রাতের বেলায় বাজারে ঘুরছিল খতিয়ে দেখাছে কুলতলি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চ ল্য ছড়িয়েছে।

ই কমার্স সংস্থা ‘টেকনো এক্সপনেন্ট’ পালন করল ১২তম প্রতিষ্ঠা দিবস

মোল্লা জসিমউদ্দিন

রবিবার রাজারহাট এক বেসরকারি হোটেলে ই কমার্স সংস্থা ‘টেকনো এক্সপনেন্ট’ তাদের ১২তম বর্ষপূর্তি উদযাপন করলো। এই উদযাপনে এই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বিদেশের অনেকই এসেছিলেন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। একটু পেছা ফেরা যাক। সালটা তখন ২০১১। সেবছর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছিল কলকাতা শহরের তাপমাত্রা পৌঁছেছে ৪১ ডিগ্রি। সেই নেতিবাচক পরিস্থিতিতে কল্যাণী আইটি থেকে সদ্য পাশ করা দুই বন্ধতনয় সব্যসাচী সাহা ও অভয় দেবনাথ কলকাতার বাণ্ডীহাটি অঞ্চলে একটি দশ বাই বারো ঘরে আইটি ব্যবসার স্বপ্ন নিয়ে অফিস খোলে। লক্ষ্য স্থির আর সঠিক পরিকল্পনায় সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেদের উন্নত করেছেন একজন সফল আইটি উদ্যোগী হিসেবে।

টেকনো এক্সপোনেন্ট ১১ বছর অতিক্রম করে এখন পরিচিত হয়েছে টেকনো এক্সপোনেন্ট টি-ওয়েব এক্সপো নেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড নামে। ই কমার্স মার্কেটিং এর দুনিয়ায় ডিজিটাল মার্কেটিং ওয়েব ডেভলপার, মোবাইল ডেভলপার, ডেস্কটপ ডেভলপার, ডেভিকোটিং হায়ারিং ও প্রোডাক্ট মার্কেটিং-এর জগতে নিজেদের বিশস্ততার পরিচয় দিয়ে বিশ্বমানের পুরস্কার টাইমস্ গ্রুপ, এশিয়া ওয়ান ম্যাগাজিন থেকে শ্রেষ্ঠত্বের

মুক্তি পাচ্ছে ‘কাফে ওয়াল’



নিজস্ব প্রতিনিধি— রহস্য গল্প ‘কাফে ওয়াল’ ছবিটি প্রযোজনা করেছেন শুভঙ্কর দাশগুপ্ত এবং এর নির্দেশক অরুণদীপ্ত দাশগুপ্ত। তিনটি প্রধান চরিত্রে রুপসা চ্যাটার্জি, তুলিকা বসু ও রজতভদ্র দত্ত ছবির রহস্যকে আরও বেশি

পাট স্নান করিয়া আনা হয়। তার ওপরে পাটভক্তা শুয়ে আসে। দুপুরে হয় চড়ক পূজা। বিকালে চড়ক ঘোরে। জনা তিরিশেক ভক্তা চড়কে ঘোরে। এই উপলক্ষে ছোট আকারের একটা মেলা বসে জাতীয় সড়কের ধারে। মেলা মেলে ফুচকা, ঘুগনি, পাপড়, জিলাপি, ঠেলাগাড়িতে আরো কিছু জিনিসপত্র। পরদিন আঁশপান্না। শুধু ভক্তদের খাওয়ানো হয়। চাঁদা তুলে গাজনে খরচ ওঠে। গাজন কমিটি আছে গাজন পরিচালনা করার জন্য।

মটুকবনী গ্রামের বিহারিনাথ মন্দিরে গাজন
বামুনতোড় গ্রাম পঞ্চায়েত, শালতোড়া থানা



বিহারিনাথ পাহাড়

বিহারিনাথ মন্দিরটি মটুকবনী গ্রামে নয় বামুনতোড় গ্রামে অবস্থিত। মটুকবনী ও পাশের বামুনতোড় পাশাপাশি। বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশে জঙ্গল, পাহাড় আর টিলায় শোভিত। এর মধ্যে সবোচ্চ শৃঙ্গ হচ্ছে বিহারীনাথ। উচ্চতা প্রায় ৪৪৮ মিটার বা ১৪৬৯ ফুট। অনেকটা অঞ্চল জুড়ে এর বিস্তৃতি। এই পাহাড়ের উত্তর পাদভূমিতে আছে বিহারীনাথ শিব মন্দির। যদিও মন্দিরটি আধুনিক কালে তৈরি সমতল ছাদের। মন্দির প্রাঙ্গণে আছে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের ক্ষয়িত প্রস্তর মূর্তি এবং দ্বাদশ ভূজ নাগছত্রধারী কালো পাথরের লোকেশ্বর বিষ্ণু মূর্তি। এখানে সবচেয়ে বড় উৎসব শ্রাবণ মাসে জল ঢালা। এখানের গাজন প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো। তবে এখন গাজন হয় ছোট আকারে। ভক্তা হয় ৫০-৬০ জন। গাজনের পর্বের মধ্যে আছে- ভক্তা নাচ, মশাল জেলে জল আনা, হোম, লোচন। বার কামান বা ভক্তাকামান হয় ২৫ চৈত্র। কামলাকাখায়া তোলা হয় বিহারী গ্রামের সায়ের পুকুর। গামীরকটা হয় না। ২৯ চৈত্র রাতে বিহারিনাথ মন্দির সলগ্ন শিবগঙ্গা থেকে জল আনা হয়। সায়ের বিহারীনাথ মন্দির থেকে ২০০ মিটার, শিবগঙ্গা বিহারিনাথ মন্দির থেকে ১০০ মিটার দূর। বিহারী গ্রামে রাতে ভক্তারা থাকতে যায় নিরিবিли স্থানের জন্য। সেখানে একটি শিব মন্দির আছে। আমার ধারণা এই গাজনটি আগে বিহারী গ্রামেই ছিল পরবর্তীকালে বিহারীনাথ মন্দিরের জনপ্রিয়তার কারণে বিহারীনাথ মন্দিরে চলে আসে। ২৯ চৈত্র প্রদীপ জেলে আঙন আনা হয়। ভক্তারা নাচ করে। এদিন ভক্তারা লোচন দেয় অর্থাৎ গড়াগড়ি খায়। ভক্তাদের খিচুড়ি খাওয়ানো হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন শুধু পূজা হয়, চড়ক ঘোরে না। এদিন ১ দিনের জন্য মেলা বসে। মেলায় নানা রকম জিনিস বিক্রি হয়। শেষবার আঁশপান্না হয় শুধু ভক্তাদের জন্য। গাজনে ১ দিন যাত্রা হয়। গাজনের খরচ ওঠে সাধারণের সাহায্য ও বিহারিনাথ মন্দির কমিটির সাহায্য নিয়ে। গাজন আয়োজন করে বিহারী গ্রামের জনগন ও বিহারিনাথ মন্দির কমিটি। বর্তমান পুরোহিতের নাম ভিকু দেওঘরিয়া। তিনি এই দায়িত্ব বংশপরম্পরায় পেয়েছেন।

তথ্য ঋণ

- পঞ্জিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞান শুভাশিস চিরকল্যাণ পাত্র (অভিভূক্তি সংবাদ ২০২৩)*
- বঙ্গীয় শব্দকোষ হরিতরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য একাডেমী)*
- বিশ্বকোষ নগেন্দ্রনাথ বসু*

^[1] ই কমার্স সংস্থা ‘টেকনো এক্সপনেন্ট’ পালন করল ১২তম প্রতিষ্ঠা দিবস

খবরে দেশ-বিদেশ



পাকিস্তানে চলছে তীব্র খাদ্যভাব। লাহোরে রেশন দোকানের সামনে মানুষের ভিড়।

ঘরছাড়া ক্ষুন্ধ বাঙালির চোখে এই রাজ্য

সুদর্শন নন্দী

কদিন আগে কেনারস গেছি নতুন সজ্জিত বাবা বিশ্বনাথের পূণ্যস্থান দর্শন করব বলে। শহরটাও আরেকবার ঘুরে নেব উন্নয়নের স্বাদ পোতে। হোটেল ম্যানেজারকে বললাম পরিচিত একটা টোটেটা ডেকে দিতে। ম্যানেজার ডেকে দিলেন। চাপতে যাব এক চমক পেলাম টোটো চালকের কাছ থেকে। একগাল হেসে সে বলল, নমস্কার কাকাবাবু। বসুন, ধীরে সুস্থে আপনাদের শহর ঘোরাব, সব দর্শন করাব। প্রথমে ভাবলাম আমি বোধহয় আমার রাজ্যের কোনও টোটোতে চেপেছি যদিও ‘নমস্কার, কাকাবাবু’ সম্বোধন এ রাজ্যের যুবকদের মুখ থেকে শোনা যায় না। বাবা বিশ্বনাথের আশীর্বাদে এই অনাথ বুড়োর মন খুশিতে ভরে গেল। বললাম, বাঃ তুমিও বাঙালি। দারুণ তো। শেষ খোজেনোজকে গম্মো করতে করতে যাওয়া যাবে। টোটো চলতে শুরু করল। কথায় কথায় জানলাম, ওর নাম মুগাঙ্ক। বর্ধমানের কাটোয়ায় বাড়ি।

বাড়িতে বাবা, মা, স্ত্রী আর তিন বছরের সন্তান রয়েছেন। জিজ্ঞাসা করি, বাবা মুগাঙ্ক, ঘরদোর ছেড়ে এতদূরে কাজ করতে এসেছ, বাড়ির জন্য মন

খারাপ হয় না? মুগাঙ্কর মুখ একটু ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বলল, মাঝে মাঝে বাবা মা আর বেশি করে আমার ছোট ছেলেরা জন্ম খুব মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু কী করব বলুন। পেটের দায়ে এতদূরে এসে টোটো চালাছি। প্রচুর মানুষ আছে। পেট চালাবার মতো রোজগার হয়ে যায়। বাড়িতেও কিছু পাঠাতে পারি। আমাদের রাজ্যে তো কেনও কাজ নেই। জমিজমাও নেই আমাদের। চাষ করলেও ফসলের দাম ওঠে না। সব ফড়ে আর দালালদের পকেটে যায়। বাইরের রাজ্যে এসে খেতে খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমাদের পাশাপাশি গ্রামের বেকার যুবকরাই নয়, কত ছোট ছোট ছেলে পড়াশোনা করে ইটভাটা, বাড়ি কারখানা, রাসায়নিক কারখানায়, ধাবায় কাজ করছে। সত্যি বলতে কী, গরিব মানুষ নয়, নেতা-মন্ত্রীরা নিজদের আখের গোছাতেই বেশি উৎসাহী।

বললাম কষ্ট করে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারতে। কোনও চাকরি-টাকরি হয়ত— আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মুগাঙ্ক বললে, কী বলেন কাকু, আজকাল পড়াশোনা করলে চাকরি পাবেনা। কোনও চাকরি-টাকরি হয়ত— আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মুগাঙ্ক বললে, কী বলেন কাকু, আজকাল পড়াশোনা করলে চাকরি পাবেনা। কোনও চাকরি-টাকরি হয়ত— আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মুগাঙ্ক বললে, কী বলেন কাকু, আজকাল পড়াশোনা করলে চাকরি পাবেনা। কোনও চাকরি-টাকরি হয়ত— আমার

টোটোই ভাল।

বললাম, কিন্তু দুর্নীতির চাকরি তো সব বাতিল হবে দেখো। শিক্ষার দাম চিরকাল ছিল ও থাকবে। আমি বোঝাই।

মুগাঙ্ক বলল, কাকু আমরা দীর্ঘদিন বামদের কাজের প্রতিবাদ করে, মার খেয়ে দিদিকে জিতিয়েছি। আজ আর দদ আমাদের চেনে না। ছোটবড় নেতাদের সম্পত্তি দেখলে মাথা ঘুরে যাবে। বামদের যে অবস্থা পৌছতে ৩৪ বছর লেগেছে, এরা এগারো বছরেই বামদের শুরু হয়ে উঠেছে। বামেমদের অনেকেই নিজেরা স্বজনপোষণ করলেও অন্যেরাটা কেড়ে নেয়নি। খেয়েছে, দিয়েওছে। এরা তো পেট পুরে নিচ্ছে পাশে। সত্যি বলুন, এই পরিবর্তন কি মানুষ চেয়েছিল? আপনি বলুন, আমরা নিজের রাজ্যে কাজ পেলে মা-বৌ-ছেলে ফেলে রেখে পড়ে থাকি এতদূরে? ফোক ভগ্নারে দেয় মুগাঙ্ক।

আমি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলি, থাক ওসব কথা। বেনারসের কথা কিছু বলো। সে টোটো থামায়। বললে, যান, সামনে তুলসীদাস মন্দির দেখে আসুন। আমি এখানে অপেক্ষা করছি। আমার মন্দির দেখতে এগিয়ে যাই। মুগাঙ্কের কথাগুলো তখনও কানে বাজছে।

নবতিপূর্ণা সনজীদা খাতুন

‘গানের শিক্ষা, সাধনা আর প্রসারের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করতে পারলে সে আনন্দ জীবনের সব চাওয়া-পাওয়াকে ছাড়িয়ে যায়। সেই যে ছেলেবেলায় সবার মঙ্গলসাধনের জন্য ইচ্ছা হয়েছিল, সেই ইচ্ছা থেকে শিশুদের জন্য, দেশের জন্য, বাঙালি জাতির জন্য কাজ করে জীবনটা অর্থহ্ন হলেছে বলে মনে করি ’ ৯০ বছর পূর্ণ করে জন্মদিনের উৎসবে নিজের অনুভবের কথা এভাবেই ব্যক্ত করলেন বাঙালি জাতিসত্তা ও সংস্কৃতি এবং মানবতার সাধক, বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী সনজীদা খাতুন।

৪ এপ্রিল ছিল সনজীদা খাতুনের ৯০তম জন্মবার্ষিকী। দিনটি উদ্যাপনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র ছায়ানট। এদিন সকালে রাজধানীর ধানমন্ডির ছায়ানট সংস্কৃতি ভবনে এ অনুষ্ঠানের সঙ্গীত পরিবেশনা, নির্বাহী সভাপতিত্ব বক্তব্য এবং মণিপুরী দলের সম্মেলক নৃত্য পরিবেশনার পর ছিল নবতিপূর্ণা সনজীদা খাতুনের কথন।

নানা ধরনের অভিজ্ঞতার মাধ্য দিয়ে একটি দীর্ঘ জীবন দেখেছেন বিশিষ্ট এই সঙ্গীতসাধক। নিজের শৈশবে মামুনের প্রতি বাবা তৈরি হওয়ার গল্প বললেন উপস্থিত শ্রোতাদের। সেই সঙ্গে উঠে এল, শেষ বিকেলে দক্ষিণের বারানদায় পাটি পেতে তার বৃদ্ধির গান শেখার সময়টা মাত্র পাঁচ বছর বয়সে সনজীদা খাতুনকে কতটা প্রভাবিত করেছিল।

সে বয়সে নিজের ভালো লাগা ‘এসো এসো হে তুষার জল, কলকল্ ছাছল্ তেদ করো কঠিনের গ্রন বক্ষল্ কলকল্ ছাছল্’ গানটি গেয়ে শোবেলেন সনজীদা খাতুন। তখন তার হাতে জড়ানো ছিল শেলি ফুলের মালা। বললেন ছায়ানটের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার গল্প। জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের কার্যক্রমের কথাও উঠে এল।

২০০১ সালে রমনার বটমূলে বোমা হামলার ঘটনা কতখানি ব্যথিত করেছিল, জানাতে গিয়ে বললেন, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সুফল নিয়ে আমাদের আত্মসন্তোষ বিরাট থাকা খেয়েছিল। বোম্বা পেলো, পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়ে তুলবার উপযোগী শিক্ষার অভাব অতি প্রকট।

সনজীদা খাতুনের ৯০তম জন্মবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানিয়ে ছায়ানটের নির্বাহী সভাপতি সারওয়ার আলী বললেন, সর্বজন মনে বাঙালি জাতিসত্তাকে হৃদয়ে ধারণ করে বিশ্বমানব হয়ে ওঠে, তার সাধনা করে চলেনো মুক্তচিন্তা ও সঙ্গীতের পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা সনজীদা খাতুন। বয়সের কারণে কিছুটা অসমর্থ হলেও বৃদ্ধিবিরে চর্চা ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তিনি এখনো সচল ও সক্রিয়। আর তা আমাদের সবার জন্য সুসংবাদ।

এ সময় তার বক্তব্যে উঠে আসে কয়েক দশক ধরে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-নেকসঙ্গীতের বাণী ও সূরের বিকৃতির ধারাবাহিকতার প্রতি সন্তর্পণ প্রসঙ্গ।

সনজীদা খাতুনের জন্মবার্ষিকী উৎসবে ছায়ানট আয়োজন করে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেনের গান, লালনগীতি।

ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ‘আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলে সখা’ গানটি পরিবেশন করে জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানানেন শিল্পী ইফখাত আরা দেওয়ান। ‘আমি তোমার সঙ্গে বেঁচেছি আমার প্রাণ’ গেয়ে শোনালেন ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদক শিল্পী লাইসা আহমেদ লিসা।

শাহ আবদুল করিমের ‘গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান’ গান পরিবেশন করে ছায়ানটের ছোটদের দল। চন্দনা মজুমদার, শারমিন সাথী ইসলাম ও ফারহানা আক্তার ছাড়াও কয়েকজন শিল্পী গান পরিবেশন করলেন সনজীদা খাতুনের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উৎসবে। আয়োজন শুরু হয় রাগ বৃন্দাবনী সংয়ের শিল্পী অভিজিৎ কুন্ডুর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে।

সনজীদা খাতুনের বিভিন্ন সময়ের ছবি ব্যবহার করে দূসর কাকো কাকো নান্দনিক শুভেচ্ছাপত্রের অপর পাশে শিল্পীর ছবি একেছো মমিনুল হক। ফুল, ভালগনা, কলাপাতা দিয়ে ছায়ানট প্রাঙ্গণ সাজিয়ে, মঙ্গল কাননায় জ্বালানো হয় মাটির প্রদীপ।

সনজীদা খাতুনের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ছিল এক উদার, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবারে। ১৯৩৩ সালের ৪ এপ্রিল তার জন্ম। বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা জাতীয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন চিন্তা, সৃজন, বুদ্ধি বৃত্তিক ক্ষেত্রের অগ্রগণ্য ব্যক্তি। বাবাকে ঘিরে তৎকালীন প্রণিধানযোগ্য শিল্পী, সাহিত্যিকদের সমাগম ছিল তাদের বাড়িতে। সনজীদা খাতুনের মানস গঠনের উন্মেষ হয়েছিল এখান থেকেই।

বর্ষবরণের অনুষ্ঠান

১৪ এপ্রিল দেশজুড়ে উদযাপিত হবে ‘বাংলা নববর্ষ-১৪৩০-এর প্রথম দিন পয়লা বৈশাখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে

ঢাকার ডায়েরি



বাসুদেব ধর

প্রতিবছরের মতো এবারও মঙ্গল শোভাযাত্রা হবে। শোভাযাত্রার এবারের প্রতিপাদ্য ‘বরিয় ধরা-মাঝে শান্তির বাসি’। এবারের বর্ষবরণের আয়োজন বিকেল পাঁচটার মধ্যে শেষ করতে বলছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নববর্ষের দিন ক্যাম্পাসে বিকেল পাঁচটার পর কোনোভাবেই প্রবেশ করা যাবে না, শুধু বের হওয়া যাবে। ওই দিন ক্যাম্পাসে ভূভূজেলা বাঁশি বাজানো ও বিক্রি করা যাবে না।

গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদ্যান কেন্দ্রীয় সাময়িক কমিটিতে সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) ও সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ফকির হুসাম্দ মামাদ। কমিটির অন্য সদস্যরাও এতে উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উৎসবমুখর পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নববর্ষ উদ্যাপনের সার্বিক প্রস্তুতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলা নববর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে ‘বরিয় ধরা-মাঝে শান্তির বারি’ প্রতিপাদ্য নিয়ে এ বছর মঙ্গল শোভাযাত্রা চারুকলা অনুবদ থেকে সকাল নয়টায় বের করা যাবে না। তবে চারুকলা অনুবদের প্রস্তুত করা মুখোশ হাতে নিয়ে প্রদর্শন করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভূভূজেলা বাঁশি বাজানো ও বিক্রি করা থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নববর্ষের দিন ক্যাম্পাসে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত প্রবেশ করা যাবে। নববর্ষের আগের দিন ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যা সাতটার পর ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিকারযুক্ত গাড়ি ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি প্রবেশ করতে পারবে না। নববর্ষের দিন ক্যাম্পাসে কোনো ধরনের যানবাহন চালানো যাবে না। ওই দিন ক্যাম্পাসে মোটরসাইকেল চালানো সম্পূর্ণ নিষেধ।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বসবাসরত কোনো ব্যক্তি নিজস্ব গাড়ি নিয়ে যাতায়াতের জন্য শুধু নীলকণ্ঠ মোড়সংলগ্ন ফটক ও পলাশী মোড়সংলগ্ন ফটক ব্যবহার করতে পারবেন। সভায় নববর্ষের দিন নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা ও আর্টওয়ে স্থাপন করে তা নজরদারি করার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

থিয়েটারে প্রতিবাদী চেতনা চাই

নাটক হচ্ছে শ্রেণি দ্বন্দ্ব প্রকাশের মোক্ষম জায়গা। কারণ, মঞ্চনাটক মানেই রাজনীতি। বিষয়ের ভেতর রাজনীতি না থাকলে নাটক হয় না। তাই থিয়েটারের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা থাকতে হবে। যে কারণেই সারাবিশ্বে শাসকগোষ্ঠী থিয়েটারকে খতম পাায়। সেই বিবেচনায় বলা যায়, নাটক হচ্ছে জনতার কঠম্বর। নাটককে এভাবেই জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন বরেণ্য নাট্যজন মামুনুর রশীদ। উদ্দীচা শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত ‘নিজে শ্রেণিচেতনা’ শীর্ষক শিল্প বক্তৃতায় এসব কথা বলেন এই নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনয়শিল্পী। গত রোববার তোপালনা রোডে উদ্দীচীর কার্যালয়ে এই বক্তৃতাশুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আপন জীবনের অভিজ্ঞতা মেলে ধরে এই নাট্যকার বলেন,

ওরা কদম আলী নাটকটি লেখার পর বাংলা বিভাগের একজন অধ্যাপক ক্ষেপে গেলেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, সাধারণ এই শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে নাটক লিখছেন কেন? তাদের জীবন নিয়ে লেখার কতটা গুরুত্ব আছে? জবাবে আমি বলেছিলাম, মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে অনেক লেখা রয়েছে। কিন্তু নিম্নবিত্তের এই শ্রমিকদের নিয়ে খুব বেশি লেখা হাননি।

জীবনের সঙ্গে শিল্প-সংস্কৃতির সংযোগ টেনে মামুনুর রশীদ বলেন, প্রতিটি মানুষই তার নিজের সমস্যাকে সিনেমার পর্নায় দেখতে চায়। গল্পের বইয়ের ভেতর খুঁজে পেতে চায়। কাব্যগ্রন্থে কিবা কবিতার মাঝে জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে চায়। বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী লেখকরা তাদের লেখায় প্রাপ্তির জীবনের সেই প্রতিচ্ছবিবে তুলে এনেছেন। চারপাশের খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের উপলব্ধি থেকে কাজী নজরুল ইসলামের শ্রেণি চেতনার উদ্ভব হয়েছে। তার লেখা বিদ্রোহী রবীন্দ্রর সেই চেতনার বিস্ফোরণ ঘটছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় সেই চেতনার বিস্ফোরণ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় নাকিও প্রবলভাবে বিরাজমান শ্রেণি সমস্যার উপাদান। জীবনানন্দ দাশের রোমান্টিক চিন্তাধারার ভেতরেও প্রকাশিত হয়েছে শ্রেণি চেতনা। সেই স্রোতধারায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত লাল সা্লু এক অসাধারণ উপন্যাস। ধর্মের প্রভাবে একজন মানুষের নিঃসঙ্গ হওয়া এবং সমাজের গতিমুখ পরিবর্তন করে দেয়ার অনন্য উদাহরণ লাল সা্লু। বর্তমানেও অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক রাজনীতি ও মানুষকে উপজীব্য করে লিখে যাচ্ছেন। তবে লেখনীর ভেতর দ্বিধাবোধ বা সাহিত্যের ষাধতে হবে। নইলে সেই সাহিত্যে আবেদন থাকে না। সেটি হয়ে ওঠে শুধু প্রচারসর্বশ্ব, যা কিনা কালের পরিক্রমায় হারিয়ে যায় অতল ধারুে।

প্রসঙ্গক্রমে এই নাট্যকার বলেন, বাংলা সাহিত্যের যেসব লেখক শ্রেণি ধর্মের বিষয়কে উপজীব্য করে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন তাদের মধ্যে অনেকই খুব কষ্টে জীবন যাপন করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে তেমনটাই ঘটেছে।

অনুবাদের অভাবে জনীয় সংগ্রাম নিয়ে লেখা বাংলা নাট্যের সাহিত্যিকদের যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি উল্লেখ করে এই নাট্যকার বলেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা যেসব লেখা লিখেছেন সেগুলোর যথার্থ অনুবাদ হলে তাদের মতো অন্তত পাঁচজন লেখক নোবেল পুরস্কার পেতেন।

চারশ্রমিক ও শ্রেণি চেতনার প্রকাশের উল্লেখ করে মামুনুর রশীদ বলেন, শ্রেণি গোরা আলোচনের ওপর ছবি একেছো সোমনাথ হোড়। দুর্ভিক্ষের দুর্দশার চিত্র তুলে শিল্পাচার্য জয়নুল আরাফিন ছবি একেছো।

বাংলা সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, শতীন দেববর্মণ, সলিল চৌধুরী কিংবা ভূপেন হাজারিকার মতো শিল্পীরা গানের ভেতর জীবনের কথা বলছেন। মানুষের সংগ্রামের কথা, বেনারস কথা বলেছেন। এ কারণে তাদের গান এখনো টিকে আছে। একইভাবে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনের মতো নির্মাতারা সেসলুয়েজে জীবনের প্রতিচ্ছবি মেলে ধরছেন।

সবকিছুকে পন্থা পরিণত করার প্রবণতার কথা উল্লেখ করে মামুনুর রশীদ বলেন, বর্তমানে সাহিত্য থেকে সংবাদকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুভবের জায়গাটি নষ্ট হয়ে যায়। একইভাবে কিছু সংবাদ পরিবেশিত হয় উদ্দেশ্যমূলকভাবে। সেসব সংবাদে তথ্য বিকৃত করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়।

দীর্ঘ বক্তৃতা শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন এই নাট্যজন। অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য দেন উদ্দীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে।

সুদিনের প্রত্যাশায় চলচ্চিত্র

হারিয়ে গেছে বাংলা চলচ্চিত্রের সেই সোনালি সময়। অবশ্য এককোরে থেমে যায়নি পথলাল। এখনো প্রেক্ষাগৃহের আলো-আঁধারিতে বসে ছবি দেখার আনন্দ উপভোগ করেন একেছো। মানসম্পন্ন সিনেমা দেখার আগ্রহ নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ভিড় জমে সিনেমাপ্রেমীদের। সেই বাস্তবতায় আবার ফিরে আসবে বাংলা ছবির সুদিন এমন প্রত্যাশায় উদযাপিত হলো জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস। দিবসটি উদযাপনে ‘সবার জন্য চলচ্চিত্র, সবার জন্য শিল্প সংস্কৃতি’ এই প্রতিপাদ্যে শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার সূচনা হয় গত সোমবার।

এদিন সকাল থেকে সরব হয়ে ওঠে শিল্পকলা একাডেমি আড্ডা। একাডেমির জাতীয় চিত্রশালার ৪ নং গ্যালারিটি ছেয়ে যায় একাল থেকে সেকালের সিনেমার পোস্টারে। পুরো প্রদর্শনালয়ের দেওয়ালজুড়ে ঠাঁই পায় আলোচিত বাংলা ছবির কয়েক শতাধিক পোস্টার। হাল আমলের দর্শকসমাদৃত হাওয়া

আবহাওয়া

অসময়েৰ বড়-বুস্তিৰ দৰ্শণ থমকে দাঁড়ানো গ্রীষ্ম গুটি গুটি পায়ৈ এগিয়ৈ আসছে দিল্লিৰ দিকে। উত্তরে চন্ডিগড় অবশ্য এখনো বেশ মনোৰম, প্রবাসীরা এখনো পাখা চালাচ্ছেন না। দিল্লিতে অবশ্য, হালকা ভাৰে হলেও পাখা চলা শুরু হয়ে গিয়েছে। সকালে যদিও তাপমান সতৰো আঠাৰো ডিগ্ৰিতে থাকায়, গায়ে চাপৰ নিতে হয়। পৰেৰ সপ্তাহে দিনেৰ সৰ্বাধিক তাপমান ছত্ৰিশ ডিগ্ৰিতে চড়বে শোনা যাচ্ছে। বসন্ত অবশ্য, পুরো দমে বিৰাজ কৰছে দিল্লিৰ মধ্যে ও নানাদিকেৰ বনানীতে। পলাশ, শিমূল, জাকারান্ডা ফুল ফোটাচ্ছে প্রবল উৎসাহে, অশ্বথ সাজছে নতুন পাতায়, লনগুলি সবুজ হয়ে উঠছে, ফরিদাবাদ থেকে গুৰুগ্ৰামগামী পাহাড়ি হাইওয়েৰ দুপাশেৰ জঙ্গলে পলাশেৰ লাল আৰ বাবুলেৰ হলুদেৰ মেলা। পাৰ্কগুলিতে, ইন্ডিয়া গেটে, শান্তিপথে মৰণুমি ফুলেৰ মেলায় বিশেষ আকৰ্ষণ টিউলিপ। সহনীয় আবহাওয়া ও দীৰ্ঘ সপ্তাহান্তেৰ ছুটি উপভোগ কৰতে বহু দিল্লিওয়ালাই দিল্লিৰ চতুৰ্দ্দিকে ছড়িয়ে থকা পৰ্চন্টা স্থানে পালিয়েছে। প্রবাসীরা তাঁদেৰ মধ্যে অগ্ৰগণ্য। উত্তরে মানালিতে বৰফ পড়েছিল। এই সেদিন। পর্যটকদেৰ চল উঠেছিল মানালিতে। কান্ধীৰ গেছেৰে প্রচুৰ মানুষ। টিউলিপ গৰ্ভেৰে, বলা বাহুল্য এই সময়েৰ কান্ধীৰেৰ অন্যতম প্রধান পাৰ্কাৰ্কাৰ ভাবে ধৰে ফেৱাৰ ইচ্ছে অনেকেৰে মৰাই ক্ৰমশ কমেছ যে, তাৰ এক কাৰণ আবহাওয়াৰ তৰতম্য।

জোড়া থান্কা চেমাই শিবিরে, স্টোকসের পর চোট পেলেন দীপক চাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি— ওয়াংখেডে স্টেডিয়ামে রোহিতদের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগেই শোনা গিয়েছিল বেন স্টোকস চোটের জন্য খেলতে পারবেন না। এবং তিনি ১০ দিনের মত দলের বাইরে। তবে এবার আরো থান্কা লাগল যোনিদের শিবিরে। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে জয় তুলে নিলেও এই ম্যাচে শনিবার বল করতে গিয়ে চোট পান চেমাইয়ের বোলার দীপক চাহার। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন তিনি।

মাত্র এক ওভার বল করেই মাঠ ছেড়ে বেরিয়েছেন। দীপক চাহার মাঠ ছেড়ে বেরিয়েনার সময় ধারাবাহ্য দিচ্ছিলেন সুরেশ রায়না। তখন তাকে বলতে শোনা যায়, মনে হচ্ছে ৪-৫টি ম্যাচে দীপককে পাওয়া যাবে না। মনে হচ্ছে আবার ওর হামস্ট্রিংয়ে চোট লেগেছে। খুব অস্বস্তিতে লাগছে। চেমাই থেকে বাকি সবকটা মাঠ অনেক দূরে। তাই আগামী দিনে চেমাইকে অনেক যাতায়াত করতে হবে। দীপকের কাজটা চঠান। প্রথমে বেন স্টোকস এবার দীপক চাহার না খাওয়া জোড়া থান্কা সামলে যোনির চেমাই এক্সপ্রেস দুর্বল হয়ে পড়বে না তো? এবং এই দুই ক্রিকেটারের শূন্য স্থান কাবা ভাঙে কতটা ঠিক হবে।

থেকে সোনালি সময়ের রূপবান কিংবা বেদের মেয়ে জোছা ছবির বৈচিত্র্যময় পোস্টারগুলো নজর কেড়েছে দর্শকদের।

খুটিয়ে খুটিয়ে তারা সেসব পোস্টার দেখে খুঁজে নিয়েছেন বাংলা সিনেমার পরপরই ইতিহাস। পোস্টারদের সঙ্গে বিভিন্ন চলচ্চিত্রের গুটিংয়ের সময়ে ধারণকৃত আলোকচিত্রসমূহও আবৃত্তি করেছে দর্শকদের। পাশাপাশি এই গ্যালারিতে প্রজেক্টরের মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বৃধবার পর্যন্ত।

উদ্বোধনী দিনে বিকেলে জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে চলচ্চিত্র নির্মাতা, চলচ্চিত্র শিল্পী এবং কলাকুশলীদের নিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলীর লাকীর সভাপতিত্বে আলোচনা পর্বে অংশ নেন নির্মাতা মহিহউদ্দিন শাহের, সৈয়দ সালীউদ্দিন জাকী, মোরশেদুল ইসলাম, মাঝাবায়ে হাসিন মুরাদ, মুশরফির রহমান গুলজার, শামীম আখতার, অগ্রজ চলচ্চিত্র সংসদ কর্মী হাফিজ সুফী, অগ্রজ চলচ্চিত্র সংসদ কর্মী, ঢাকা ডক ল্যাবের পরিচালক ইমরান হোসেন কিরমানিসহ চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিক্ষক ও শিল্পীরা।

মানযারে হাসিন মুরাদ বলেন, এই দিবসকে সঙ্গত করে আমাদের চলচ্চিত্রের অতীত কর্মকাণ্ড, বর্তমান ক্ষেত্র এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এক ধরনের বোঝাপড়া করতে হবে। সংকটের সম্মানন করে চলচ্চিত্রের সুদিন ফিরিয়ে আনতে হবে। পোস্টারটি নির্মাণের ক্ষেত্রে পশ্চিমা ছবির অনুকরণ না করে মৌলিক দেশজ চলচ্চিত্রের বিকাশ ঘটাতে হবে। কারণ, যে উদ্দেশ্য নিয়ে একসিটি প্রতিষ্ঠিত তা প্রায় বার্ষ হয়েছে। যদিও স্বাধীন ধারার চলচ্চিত্র আমাদের আলস্য আলো দেখাচ্ছে।

এছাড়াও সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র, জীবনঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্রের বিকাশে শিল্পকলা একাডেমিকে দেশব্যাপী ভূমিকা রাখতে হবে। দেশজ চলচ্চিত্রে বিকাশে শিল্পকলা একাডেমির ৬৪ জেলা শাখাকে কাজে লাগাতে হবে। দেশজ চলচ্চিত্রের বিকাশ ঘটাতে এই নির্মাতা তিনটি দাবি তুলে ধরে বলেন, ঢাকায় জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে, সেম্বর প্রথায় গণতন্ত্রান করতে হবে এবং চলচ্চিত্রের অনুদানে সৃজনশীল চলচ্চিত্রকে প্রাধান্য দিতে হবে।

মৌশফির রহমান শাহের বলেন, চলচ্চিত্র যে মন্ত্রণালয়ের অধীন সেই মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্রের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। সেই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, সর্বস্তরের মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে চলচ্চিত্রশিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। কারণ, চলচ্চিত্র একেছো আর্ট এবং চলচ্চিত্রের এই জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে চলচ্চিত্রের সংযোগ থাকতে হবে।

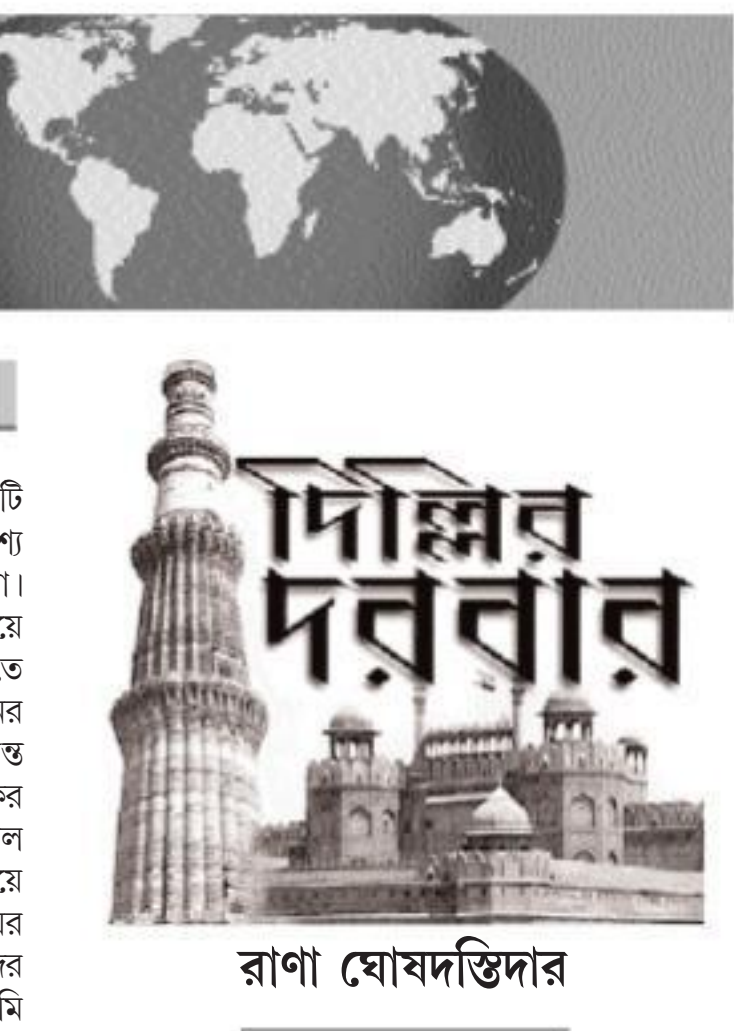
মুশরফির রহমান গুলজার বলেন, চলচ্চিত্র নিয়ে প্রচুর সভা-সেমিনার হলেও নির্মাণ কমেছে। চলচ্চিত্রের মানও নিম্নতরম্বী হচ্ছে। অনাদিকে ছবির সংকটে প্রেক্ষাগৃহ কমেছে। সেই প্রেক্ষাপটে আধুনিক বিশ্বে সঙ্গে তাল মিলিয়ে মান ও বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। আলোচনা শেষে চিত্রশালায় আর্ট ক্যাফেতে প্রীতি সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাচ্যনাটের অচলায়তন

গুরু ও শনিবার ছুটির দিনে শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় প্রাচ্যনাটের নতুন নাটক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘অচলায়তন’। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় ও মঙ্গলদীপ ফাউন্ডেশনের প্রাণদানায় প্রাচ্যনাটের ৪২তম শ্রাখাকে এইভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন আদাল আন্সুল কালাম। প্রাচ্যনাটের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নাটকের গল্পটি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে, ‘বল্বদীন ধরে চলে আসা প্রথাকে কর্তার নিয়মের আবদ্ধে পল্লব কদকে গিয়ে সময়ের আবর্তনে অচলায়তনে বিদ্যায়তনের কোনো পরিবর্তন হয় না। এখানকার বিদ্যার্থীরাও কোনো প্রশ্ন জড়াই তুলেই ওপরে চাপিয়ে দেওয়া ব্যবতীয় নিয়মে ও অনুশাসন মেনে চলে।’

‘অচলায়তনের বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই, এমনকি যোগাযোগ করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ পাওয়াটাও তাদের জন্য মহাপাপ-এর নামান্তর! এই বিদ্যায়তনের দুই শিক্ষার্থী-পঞ্চক ও মহাপঞ্চক। তারা আপন ভাই হলেও তাদের জীবনকলম বিপরীত। পঞ্চক বিদ্রোহী। মনোভাবসম্পন্ন, যে সব গতানুগতিকতাকে প্রশ্ন করে এবং অচলায়তনের নিয়মতান্ত্রিকতার ভ্রুটিগুলোকে চিহ্নিত করে।’

‘অপর দিকে মহাপঞ্চক গতানুগতিক চিন্তাপ্রবাহে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে এবং বিদ্যায়তনের সব নিয়মকেই বিনা প্রশ্নে অনুসরণ করে। এই দুই ব্যক্তির মধ্যকার যে ইচ্ছারদ্বন্দ্ব, তা আরও দৃঢ়ভাবে প্রকাশিত হয়, যখন অচলায়তনে একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধু নিয়মতান্ত্রিকতাকে অটুট রাখার স্বার্থে অনেক বড় ব্যক্তি সন্নিহত নেওয়া হতে থাকে। এরই মাধ্যমে প্রেক্ষাপট উৎপত্তি হলে গুরু বা দাদাভাবার এবং বাইরের বাস্তব জগৎ ও সেই জগতের মানুষদের সঙ্গে



রাণা ঘোষদস্তিদার

সমাজ

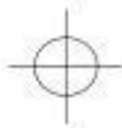
সমগ্র বৃহত্তর দিল্লিভেই গেটেড কমিউনিটি অর্থাৎ, প্রবেশদ্বার দিয়ে সুরক্ষিত আবাসন প্রকল্প প্রচুর এবং, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত প্রধানত থাকেনো প্রবাসীরা। শুধু যে বাড়ি-গাড়ি বা ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য তা নয়, সম্ভবত্ব জীবনের আরো বেশ কিছু সুবিধার জন্য। গাড়ির পার্কিং, পানীয় জল সরবরাহ, লন-পার্ক রক্ষাব্যেবস্থা, উৎসব আয়োজন, ময়লা ও বর্জ্য নিষ্কাশন ইত্যাদি নানা বিষয়ে সর্বজনীন একমত। বজায় রাখার মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট করে আবাসিকদের সংস্থা। কিছু ‘স্পর্শকাতর’ বিষয়ে এখনো অনেক পথ চলা বাকি। পার্কগুলিতে শুধু ফুলগাছের কোয়ারী থাকবে, বয়স্করা হাঁটবেন নাকি ছোট এমনকি বড়গার ফুটবল ক্রিকেট চালাবেন! রকমারি কুকুর পোষা উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হচ্ছে। তাদের হাটানোর কাজে ঘন্টা প্রতি পারিশ্রমিক মেলেও। কিন্তু, ভয়ানক বাঘা কুকুর জনবহুল এলাকায় পোষা কতদূর যুক্তিযুক্ত বা বাইরে হেঁটে চলে বেড়ানোর সময় বজ্জিত বিষ্ঠা তুলে আবজ্ঞনার পাড়ে ফেলা যে কুকুরের মালিকেরই কর্তব্য, এ নিয়ে জরদস্ত বাদবিবাদ আছে দিকে দিকে। মানেকা গান্ধীর আদর্শে দীক্ষিতদের প্রশ্নয়ে পথকুকুরদের অধিকার বা উপশ্রবকারী বীরদের দৌরাণ্ড বজায় থাকবে কি না, ইত্যাদি আছে বিতর্কতালিকার শীর্ষে।

সংস্কৃতি

এই সপ্তাহেরে উল্লেখ্য অনুষ্ঠান হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথা ও সংস্কৃতি বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত নাট্যমেলা। এলজিটি অডিটোরিয়ামে আট ও নাইে এপ্রিল ধরে আয়োজিত এই নাট্যমেলাসে দিল্লির মুখ্য দল নির্দেশকদের নাটক যথা, অয়ন ব্যানার্জির নতুন আঙ্গিকে পরিবেশিত মিঃ রাইট, রবিশঙ্কর করের নির্দেশনায় ‘প্রারম্ভ -র ‘দ্য দাদার’, বালদ রায়ের নির্দেশনায় ‘বিকল্প’-র ‘ভালুকের হাদি’, তরুণ দাসের নির্দেশনায় ‘চেনামুখ’-এর ‘আধুর পেরিরা’ প্রভৃতি নাটক পরিবেশিত হয়।

অচলায়তনের বিদ্যার্থীদের পরিচয় ঘটে প্রায় যুদ্ধের ডামাডোলের ভেতর। পুরোনো চিন্তার প্রাচীন য়োয়ল ভেঙে পড়ে আর শুরু হয় নতুনের ‘স্পন্দন’।

নি

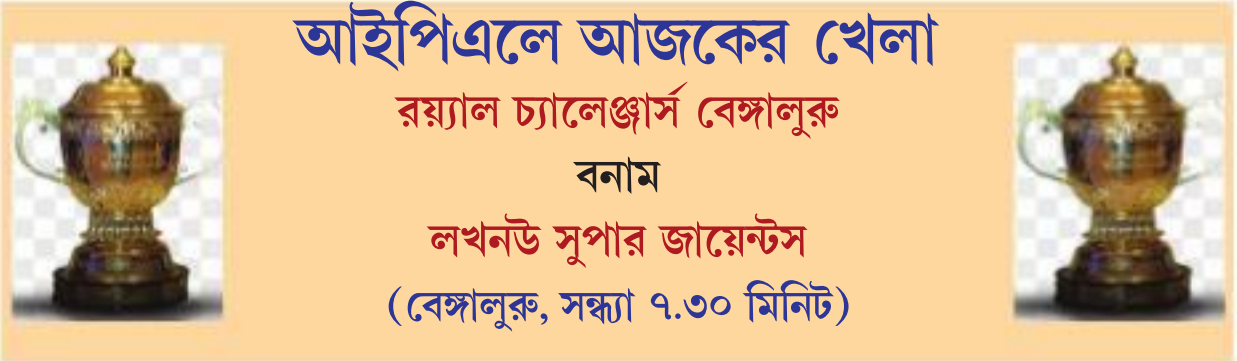


শেষ ওভারে পাঁচ বলে পাঁচ ছয় মেরে জিতল কেকেআর রিঙ্কু সাইক্লোনে উড়ে গেলো গুজরাত



আমোদাবাদ— ‘সাইক্লোনের নাম রিঙ্কু’... নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রিঙ্কুর বাড়ে উড়ে গেলো ঘরের দল গুজরাত টাইটান্স... শেষ ওভারে রিঙ্কু বাড় ... পাঁচ বলে পাঁচ ছয়... হ্যাঁ, এভাবেও ফিরে আসা যায় সেটাই প্রমাণ করে দিলেন রিঙ্কু সিং। খিলার ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের জয়ের জন্য শেষ ওভারে প্রয়োজন ছিল ২৯ রানের। আর সেই কাজটা করে দিলেন রিঙ্কু একাই পাঁচ বলে পাঁচ ছয় মেরে। যেখানে দলের তারকা ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ হলেন সেখানে ম্যাচের হিরো হয়ে গেলেন রিঙ্কু একাই দলে একটা দারুণ জয় এনে দিয়ে। গুজরাত প্রথম ব্যাট করতে নেমে চার উইকেট হারিয়ে ২০৪ রান তোলে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কলকাতা সাত উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ২০৭। ম্যাচের সেরা হয়েছেন রিঙ্কু সিং। বলে রাখা ভালো, রবিবার ছুটির দিনে মোদি স্টেডিয়ামে আইপিএলের আসরে বিগ খিলার হয়ে গেল। রান উঠল মোট চারশোর বেশি, উইকেটের পতন হল মাত্র এগারোটি।

ইয়াশ দয়াল যেনো শেষ ওভারে দিশে হারা হয়ে গেলেন। আসলে কুড়ি তম ওভারে বল করতে এসেছিলেন তিনি। আসলে উনিশ ওভারে কেকেআর দলের রান ছিল সাড়ে উইকেটে ১৭৬। তাই রশিদ খান ভরসা করে ইয়াশের হতে বল তুলে দিয়েছিলেন। শেষ ওভারে প্রথম বলেই উমেশ যাদব এক রান দিয়ে রিঙ্কু কে স্ট্রাইক দেন। শেষ পাঁচ বলে প্রয়োজন ২৮ রানের। আর তখনই শুরু হলে রিঙ্কু বাড়। দ্বিতীয় বলেই ছয়, আবার তৃতীয় বলেও ছয়, চতুর্থ বলেও ছয়, পঞ্চম বলেও ছয়। টানা চার বলে চার ছয় হজম করে ইয়াশ দয়াল যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। নিজের বোলিংয়ের



লাইম লেঙ্গু হারিয়ে ফেলেছিলেন। শেষ বলেও ছয় রানের প্রয়োজন। চাপে থাকা ইয়াশ দয়ালকে বোঝানোর জন্য রশিদ সহ বাকিরা আসেন। কিন্তু কোনো লাভ হলো না আসলে এদিন অন্য মেজাজে ছিলেন রিঙ্কু। তাকে আটকানো সহজ ছিল না। আর সেটাই হলো। আবারও শেষ বলে ছয় মেরে দলকে একটা খিলার ম্যাচে জয় উপহার দিলেন। এবং গতবারের চ্যাম্পিয়ানদের তাদের ঘরের মাঠে হারিয়ে দিয়ে নিজেদের জয়ের ধরা বজায় রাখলেন রিঙ্কু। টসেই প্রথম চমক গুজরাতের। নীতিশ রানার সঙ্গে টস করতে নামেন রশিদ খান। তার পরেই জানা যায়, হার্দিক অসুস্থ। তাই এই ম্যাচে খেলবেন না তিনি। ব্যাট করতে নেমে অবশ্য হার্দিকের অভাব বোধ করতে দিলেন না কোনও ব্যাটসম্যান। শুকটা ভাল করেন গুজরাতের দুই ওপেনার ঋদ্ধিমান সাহা ও শুভমন গিল। আগের ম্যাচে ৪ উইকেট নেওয়া বরণ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে

ব্যক্তিগত সেরা নজির তেজস্বিনের

আরিয়ানোজা— ভারতের পয়লা নম্বর হাইজাম্পার জাতীয় রেকর্ডধারী তেজস্বিন শঙ্কর নতুন ব্যক্তিগত সেরা নজির অর্জন করেন। তিনি ৭৬৪৮ পয়েন্ট গড়লেন। আরিয়ানোজা জিম ক্রিক স্টুট আউট এন্ড মাল্টিড ২০২৩ অ্যাথলেটিক্স মিটে ডেকাথলনে দ্বিতীয় স্থান পেলেন এর আগে তেজস্বিনের ৭৫৯২ পয়েন্ট ছিল। আর এবারে তাঁর সংগ্রহে ৭৬৪৮ পয়েন্ট। ২০১১ সালে ভারতের ভরতিন্দর সিংয়ের জাতীয় রেকর্ড থেকে মাত্র ১০ পয়েন্ট কম। ২০২২ সালে কমনওয়েলথ গেমসে হাইজাম্পে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিলেন। আবার ৪০০ মিটার ইভেন্টে দলকে নেতৃত্ব দেন। অন্যদিকে লংজাম্পে, শটপুটে ও ১০০ মিটার হার্ডলসে দ্বিতীয় স্থান পান।

রিঙ্কুর ওপর আমাদের ভরসা ছিল নাইট অধিনায়ক নীতিশ রানা

আমোদাবাদ— ‘আমাদের রিঙ্কুর ওপর পুরোপুরি ভরসা ছিল। কারণ আমরা জানতাম ও কাজের কাজটা করে মাঠ ছাড়বে। দেখুন প্রথমদিকে ও কিছুটা ধীর গতিতে খেললেও আমরা চিন্তামুক্ত ছিলাম। কারণ ও প্রথম দিকে কিছুটা পিচের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। সেটা ও ভালো করে করতে পেরেছে। আর সেটার প্রমাণ আপনারা এবং আমরা সকলেই ম্যাচের শেষে দেখতে পেয়েছি। সত্যিই একটা খিলার জয়। বিশেষ করে বলে রাখা ভালো, রিঙ্কু এই ধরনের কাজ শেষ মরশুম থেকে করে আসছে। আমার বিশ্বাস আগামীদিনেও রিঙ্কু এভাবেই দলকে জেতাতে, ‘এমন কথাই খেলার পর জানানেন নাইট অধিনায়ক নীতিশ রানা।

এদিকে, ম্যাচের হিরো রিঙ্কু সিং বলেন, ‘আমি শুরু থেকেই আক্রমণ শুরু করেন তাঁরা। ফলে বরণকে ৪ ওভার বলই করাতে পারলেন না নীতিশ। গুজরাতকে প্রথম ধাক্কা দেন সুবীল নারিন। ১৭ রানের মাথায় ঋদ্ধি কে আউট করেন তিনি। ভাল খেলছিলেন শুভমন। তাঁকেও ফেরান নারিন। ৩৯ রান করেন শুভমন। এই ম্যাচেও গুজরাতের ইনিসেসকে টানলেন সাই সুন্দর। আবার ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে নেমে নিজের কাজ করলেন তিনি। আগের ম্যাচে অর্ধশতরান করেছিলেন। এই ম্যাচেও অর্ধশতরান করলেন



তিনি। তাঁকেও আউট করেন নারিন। একটা সময় খেলা দেখে মনে হচ্ছিল গুজরাত ১৮০-১৮৫ রান করবে। কিন্তু শেষ দু’ওভারে হাত খুললেন বিজয় শঙ্কর। লকি ফার্ডসনের ১৯তম ওভারে ২৪ রান করলেন তিনি। ফলে এক ধাক্কায়ে ২০০ পেরিয়ে গেল গুজরাতের রান। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২০৪ রান তোলে গুজরাত। ২৪ বলে ৬৩ রান করে অপরাজিত থাকেন শঙ্কর।

২০৫ রানের বিরাট রান তাড়া করতে নেমে শুকটা ভাল হয়নি কেকেআরের। দলের দুই ওপেনার রান পাননি। এই ম্যাচে আরও এক বার নিজেদের ওপেনিং জুটি বদলায় কেকেআর। তাতে লাভ হয়নি। রহমানুল্লাহ গুরবাজ ১৫ ও নারায়ণ জলৈদীশন ৬ রান করে আউট হয়ে যান। তখন খেলা দেখে মনে হচ্ছিল, ওপেনারদের হারিয়ে আর ঘুরে পাঁড়াতে পারবে না কলকাতার ব্যাটসম্যানরা। কিন্তু তৃতীয় উইকেটে ১০০ রানের জুটি বাঁধলেন

নিজের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রেখেছিলাম। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সব সম্ভব। কোনও কাজই অসম্ভব নয়। মানসিক জোর থাকলে যেকোনও কাজে সাফল্য পাওয়া যায়। এই কথাটাই আমাকে তাতিয়েছিল। রানাভাই আমাকে বলেছিল নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখা শেষ বল পর্যন্ত ক্রিকে থেকে ম্যাচটা শেষ করে এস। আমি সেই কাজটা করতে পেরে খুব খুশি। উমেশভাই প্রথম বলে আমাকে এক রান দিয়ে স্ট্রাইক দেন। আমি কখনোই ভাবিনি প্রতি বলে ছয় মারব। আমি শুধু চেষ্টা করেছিলাম। আর সেই চেষ্টাটা কাজে দিয়েছে। যাইহোক দলকে এরকম ম্যাচে জেতাতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আগামীদিনেও একইভাবে দলকে জেতানোর চেষ্টা করব।’

অধিনায়ক নীতিশ ও ভেঙ্কটেশ আয়ার। দু’জনে মিলে হাত খোলা শুরু করেন। দলের অধিনায়ক রশিদের বিরুদ্ধেও বড় শট মারেন তাঁরা। ফলে চাপে পড়ে যায় গুজরাত। ২৬ বলে অর্ধশতরান করেন ভেঙ্কটেশ। এদিন ভেঙ্কটেশ ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলতে নেমেছিলেন। আর কাজ তাও করে গেলেন। গুজরাতকে আবার ম্যাচে ফেরান আলজারি জোসেফ। ৪৫ রানের মাথায় নীতিশকে আউট করেন। তার পরেই রানের গতি কিছুটা কমে যায়। কিন্তু তখনও জরুরি রানগুলো সাধার মধোই ছিল। কলকাতাকে জিততে শেষ ৩০ বলে করতে হত ৫৬ রান। ভেঙ্কটেশ রান বাট হাতে মারুমুখী হলেও, অন্য প্রান্তে রিঙ্কু সিং শুরু থেকেই বড় শট খেলতে পারছিলেন না। চাপে পড়ে বড় শট মারতে গিয়ে ৮৩ রানের মাথায় আউট হয়ে যান ভেঙ্কটেশ। চাপে পড়ে যায় কেকেআর। কলকাতার জয় নির্ভর করছিল আন্দ্রে রাসেলের হাতে। কিন্তু আগের ৩ ওভারে ৩৫ রান খাওয়া রশিদ নিজের শেষ ওভারে গিয়ে জলে উঠলেন। পর পর তিন বলে রাসেল, নারিন ও শার্দুল ঠাকুরকে আউট করে এ বারের আইপিএলে নিজের প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন তিনি। রশিদের ব্যাটিংয়ের পর কলকাতার জয় ছিল স্বপ্ন। শেষ ওভারে দরকার ছিল ২৯ রান। ইয়াশ দয়ালের প্রথম বলে ১ রান নেন উমেশ যাদব। পরের ৫ বলে ৫টি ছক্কা মারলেন রিঙ্কু। শেষ বল মেরে আর তাকাননি তিনি। সোজা ছেঁচেন গোগাভাট্টের দিকে। তখন উল্লাসে মত্ত কেকেআরের ক্রিকেটাররা। অন্য দিকে মাঠে হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে গুজরাতের ক্রিকেটাররা। তখনও হার বিশ্বাস হচ্ছে না তাঁদের। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার কারণ শেষ ওভারে পর পর পাঁচ ছয় সব শেষ করে দিলো রিঙ্কু একাই। আর গুজরাত দলের ঘরের মাঠে টানা জয়ের হ্যাটট্রিক হলো না। এই জয়ের ফলে কলকাতা পয়েন্ট তালিকায় তিন ম্যাচে দুটি ম্যাচে জয় পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলো।

লিটনকে কিছু দিনের জন্য পাচ্ছে কেকেআর



লিটনকে কিছু দিনের জন্য পাচ্ছে কেকেআর। যদিও বাংলাদেশ যে অবস্থায় রয়েছে তাতে বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

আইপিএলে প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন রশিদ খান

আমোদাবাদ— যোলোতম আইপিএলের আসরে প্রথম হ্যাটট্রিক করে ফেললেন আফগান লেগ স্পিনার তথা গুজরাত টাইটান্স দলের ক্রিকেটার রশিদ খান। রবিবার ঘরের মাঠে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে এই নজির গড়লেন রশিদ। তাঁর স্পিনের ভেঙ্কিতে বিশ্বস্ত হয়ে পড়েন নাইটদের তিন তারকা ব্যাটসম্যান। সতেরোতম ওভারে বল করতে এসে রশিদ খান প্রথম তিন বলে ফিরিয়ে দেন প্রথমে অ্যান্দ্রে রাসেল, দ্বিতীয় সুবীল নারিনকে এবং তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসাবে শার্দুল ঠাকুরকে। আইপিএলের ইতিহাসে বর্ধিততম বোলার হিসাবে রশিদ খান হ্যাটট্রিক করার নজির গড়লেন। চলতি বছরে এই প্রথম হ্যাটট্রিক। এছাড়া আফগান স্পিনার রশিদ খান আইপিএলের ইতিহাসে এই প্রথমবার হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব করে দেখালেন। বলে রাখা ভালো, রবিবার কলকাতার বিরুদ্ধে গুজরাত দলের অধিনায়ক হার্দিক পাডিয়া অসুস্থ থাকায় তিনি এই ম্যাচে খেলতে পারেননি। হার্দিকের পরিবর্তে এদিন গুজরাত দলকে নেতৃত্ব দেন রশিদ খান। অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েই বল হাতে ভেঙ্কি দেখালেন রশিদ। কিন্তু খিলার ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেও রশিদ খান অধিনায়ক হিসাবে দলকে জেতাতে ব্যর্থ হন শেষ সময়ে ব্যাট হাতে তরফদার হয়ে ওঠা রিঙ্কু সিংয়ের দাপটে।

আইপিএলের মাইলফলক ছুঁলেন শুভমন

আমোদাবাদ— পুরনো দলের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে আবারও জলে উঠলেন শুভমন গিল। সেই সঙ্গে রবিবার আইপিএলের ইতিহাসে নয়া মাইল ফলক স্পর্শ করলেন গিল। তরুণ এই ওপেনার দারুণ ফর্মে রয়েছেন। সেটা বলক দেখা কাছে এবার আইপিএলে ও। রবিবার আইপিএলে ২০০০ রান পূর্ণ করলেন শুভমন। ৭৭টি ম্যাচ খেলে এই মাইলফলক ছুঁলেন তিনি। কলকাতার বিরুদ্ধেই আইপিএলের মাইলফলক ছুঁলেন প্রাক্তন নাইট। ৪৮তম ব্যাটসম্যান হিসেবে আইপিএলে ২০০০ রান পূর্ণ করলেন শুভমন। আইপিএলে সব থেকে বেশি রান করার রেকর্ড রয়েছে বিরাট কোহলির ব্যুলিতে। তার এখনও পর্যন্ত সংগ্রহ ৬৭২৭ রান। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে আইপিএলে দ্রুততম ২০০০ রান পূর্ণ করার কৃতিত্ব রয়েছে ক্রোশের রাষ্ট্রের দখলে। তিনি ৬০টি ইনিংস খেলে এই মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন। এই তালিকার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে শচীন তেন্ডুলকার (৬০টি ইনিংস) এবং ঋষভ পণ্ড (৬৪টি ইনিংস)।

রিয়াল মাদ্রিদ হেরে গেল

মাদ্রিদ— ঘরের মাঠে হেরে গেল রিয়াল মাদ্রিদ। ভিয়ারিয়ালের কাছে অপ্রত্যাশিত ভাবে হার স্বীকার করতে হল ২-৩ গোলের ব্যবধানে রিয়াল মাদ্রিদকে। গত ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ হেরে গিয়েছিল ৪-০ গোলে স্বাগতবাদের কাছে। তাই আশা করা গিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য দারুন ফুটবল খেলবে। কিন্তু সেই আশা পূরণ হয়নি। ভিয়ারিয়ালের চুবুয়রের জোড়া গোলে এই জয় সহজ হয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে খেলায়। শেষ পর্যন্ত ভিয়ারিয়াল ৩-২ গোলে রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে লিগ টেবলে পঞ্চম স্থানে উঠে এলো। গত বছরে মার্চ মাসে বার্সার কাছে হেরে যাওয়ার পরে লা লিগার খেলায় ১৩ মাস পরে হারতে হলো রিয়াল মাদ্রিদকে। ভিয়ারিয়ালের কাছে হেরে যাওয়ার কারণে শিরোপা দখলের লড়াইয়ের রিয়াল মাদ্রিদকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়তে হল। বার্সেলোনা এখন লিগা খেতাব জয়ের পথে থাকা কিছুটা এগিয়ে রয়েছে।

দলের হারের হ্যাটট্রিক মেনে নিতে পারছেন না দিল্লি মালিক স্বয়ং

দিল্লি— কি হচ্ছে মাথায় ঢুকছে না! সৌরভ গাঙ্গুলি, রিকি পন্ডিং ও শেন ওয়াটসনের মতন তারকা ক্রিকেটাররা দলের দায়িত্বে থাকার পরও হারের হ্যাটট্রিক। এ বারের আইপিএলে প্রথম দল হিসাবে হারের হ্যাটট্রিক করেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। ডেভিড ওয়ার্নার প্রথম তিন ম্যাচই হারায় রেগে লাল দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক পার্থ জিন্দাল। দলের বেহাল দশার জন্য ক্রিকেটারদের মানসিকতাকেই দায়ী করেছেন তিনি। পার্থ ফ্লোপ্রকাশ করছেন সমাজমাধ্যমে। তাতে সৌরভ গাঙ্গোপাধ্যায়ের দলের ভিতরের অস্বস্তি চলে এসেছে প্রকাশ্যে। পার্থ লিখেছেন, তিন ম্যাচ, তিন হার! এটা দেখা খুব কঠিন। ব্যাট হাতে কেউ প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স করতে পারছে না। মাঠে খুনে মানসিকতাও দেখা যাচ্ছে না। এখনও এই দলের উপর আমাদের আস্থা রয়েছে। আসুন আমরা দলবদ্ধ হই এবং আগামী মঙ্গলবার থেকে আবার নতুন ভাবে শুরু করি। এই দলের উপর আমার বিশ্বাস রয়েছে। এগিয়ে চল দিল্লি। শনিবার রাজস্থান রয়্যালসের কাছে দিল্লির হারের কিছুক্ষণ পরে সমাজমাধ্যমে ভেসে ওঠে দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধারের বার্তা। মনে করা হচ্ছে, পার্থর সমালোচনার মূল লক্ষ্য ওয়ার্নারই। দিল্লির অধিনায়কের স্ট্রাইক রোট নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে মঙ্গল ব্যাটিংয়ের অভিযোগ তুলেছেন প্রাক্তন

মাঠে নেমেই জোড়া গোল করলেন আর্লি হালান্ড



ম্যাঞ্চেস্টার— এক সপ্তাহ মাঠের বাইরে ছিলেন আর্লি হালান্ড। চোটের কারণে দলের সঙ্গে থাকতে পারেননি। তবে গত শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নেমেই ভেলকি দেখিয়ে দিলেন আর্লি হালান্ড। নরওয়ের এই তারকা ফুটবলার হালান্ডের জোড়া গোলে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির জয় সহজ হয়ে যায়। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি জয় পেলে ৪-১ গোলের ব্যবধানে সাদাম্পটনের বিপক্ষে। আর এই জয়ের ফলে খেতাবি লড়াইয়ে চাপ বাড়ল আর্সেনালের। আর্লি হালান্ডের নিজের দ্বিতীয় গোলাট ছিল ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতন। জ্যাক গিলিশের সেন্টার থেকে উড়ে আসা বলটিকে বাই সাইকেল ভলিতে দুরন্ত গোল করলেন আর্লি হালান্ড। লিগ টেবলে এখন ম্যান ইউ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তারা ২৯ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট পেয়েছে।

অন্যদিকে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড এখন লিগ টেবলে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। স্পট ম্যাকটমিকে ও অ্যান্টনি মার্সিয়ালের চেষ্টায় ম্যান ইউ ২-০ গোলে জয় পেয়েছে

রোনাল্ডোর রেকর্ড ভাঙলেন মেসি



প্যারিস— অ্যাডেল্ফিনার তারকা ফুটবলার লিওনেল মেসি দারুন ছন্দে প্যারিস সাঁজার্স জার্সি গায়ে। শনিবার রাতে লিগ ওয়ানের ম্যাচে নাইসের বিরুদ্ধে গোল করে নতুন রেকর্ডের মালিক হলেন মেসি। ভেঙে দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর নজিরকে, পিএসজি ২-০ গোলে হারিয়ে ছিল নাইস দলকে। মেসি যেমন নিজে গোল করেছেন। আর অন্য গোলাট করার পিছনে তাঁর কৃতিত্ব। মেসি এই গোলাট করতেই ক্লাব জীবনে হাজারতম গোলের মালিক হয়ে গেলেন। স্প্যানিস তারকা সের্জিও র্যামোসের সঙ্গে একই আসনে বসে পড়লেন মেসি। এবং রোনাল্ডোকে পিছনে ফেলে দেন। ইউরোপের ক্লাবের হয়ে মোট ৭০২ টি গোল করেছেন। আর রোনাল্ডোর ছিল ৭০১টি গোল ৭০২টি গোলের মধ্যে বার্সেলোনার হয়ে ৬৭২ টি গোল করেছেন মেসি। দেখতে দেখতে পিএসজির হয়ে ৩০টি গোল হয়ে গেল মেসির। ২০১২ সালে এক ক্যালেভারে ৯১টি গোলের রেকর্ড গড়ে ছিলেন লিওনেল মেসি।

প্রাক্তন ফুটবলার ফিগুইরেডো প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি— ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন ডিফেন্ডার ও গোয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবলার মেনিলো ফুগুইরেডো গুজরার গভীর রাতে প্রয়াত হল। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। ফুটবল জীবনে একজন দক্ষ ও শক্তিশালী রক্ষণ ভাগের খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন নির্ভরযোগ্য ফুটবলার হিসেবে। তারপরেই তিনি ভারতীয় দলে ডাক পান। গোয়ার প্রথম ফুটবলার ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেন। ১৯৬৪ সালে ভারত সফরে রাশিয়া ফুটবল দল আসে। তাদেরপ বিপক্ষে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। জীবনের বেশির ভাগ সময়টা গোয়ার সালগাওকার ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। সারা ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌধুরে মেনিলো ফিগুইরেডোর প্রয়াণে শোকবার্তা বনেন, ভারতীয় ফুটবলে অপূরণীয় ক্ষতি হল।

